অংহে—ভগবানের আশীর্ব্বাদ, আর আপনাদিগের দশজনের মঙ্গলেচ্ছা।

শিরোমণি কর্ত্তার নিকট পূর্ণিমার দাম গ্রহণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সঙ্গে বালকটী আসিল। শিরোমণির সম্মুখে গৃহিণী দুর্গা গললগ্নী-কৃতবাসে ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে বালকটীকে হাসিতে হাসিতে কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং হস্তে একটী সন্দেশ দিলেন। শিরোমণি গৃহকর্ত্রী দুর্গাকে বালক-দর্শনে এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "আমি আশী-র্ব্বাদ করিতেছি, আপনার এইরূপ একটী সোণার চাঁদ পুত্র সন্তান হউক, আমরা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হই।" শিরোমণি তৎপরে কহিলেন, "মা ঠাকরুণ! আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড়ই শুভযোগ।" দুর্গা ভাঁড়ার হইতে স্বহস্তে একটী ভাবি মজের সিধা সাজাইয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পরম আহ্লাদিত হইয়া বাটীর চাকরের মাথায় সিদাটী চাপাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রতিবেশিনীরা দুর্গার বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া নানাবিধ গল্প গুজব করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করিত। তাহারা অনেক সময়ে দুর্গার সম্মুখে তাহার জন্য একটী পুত্রসন্তান কামনা করিয়া প্রীতিলাভ করিত। গ্রামের অনেক ভদ্র লোক অনেক সময়ে শিব বাবুকে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। অনেকে তাঁহাকে কহিতেন, "আপনার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য একটী পুত্রসন্তান হইলে বড়ই আনন্দের হইত।"

দুর্গা একটী উচ্চপ্রকৃতির রমণী। স্বামীর সন্তোষ সম্পাদনই তাঁহার নারী-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি অনেক দিন আপনাকে বন্ধ্যাবস্থায় দেখিয়া স্বামীর বংশলোপ আশঙ্কায় তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ সতীনের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। দুর্গা একদিনের জন্য সেরূপ ভাবেন না, তিনি স্বামীকে অপর কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অবাধে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একদিন শিব বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "দুর্গা, তুমি আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে কহিতেছ, আমি বিবাহ করিলে তোমার ত ঘোর অনিষ্ট হইবে?"

দুর্গাও হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কেন?"

তোমার সতীন হইবে।

সতীন কিসের? আমার ভগিনী হইবে—আমার সুখের সঙ্গিনী হইবে। আমি তাহাকে ভালবাসিব, সে আমাকে ভাল-বাসিবে।

সতীন কি কখন সতীনকে ভালবসে?

ভালবাসিতে জানিলে ভালবাসে, ভাল বাসিতে পারিলে ভালবাসে।

যদ্যপি না ভালবাসে?

আমি তবুও তাহাকে ভালবাসিব। আমি আপনার কর্ত্তব্য, সেও আপনার

অর্দ্ধাঙ্গী হইবে, আমি যা সেও তাই হইবে, ইহার অপেক্ষা আর সুখের কি আছে?

শিব বাবু কিছু দিন পরে একটী সুন্দরী বয়স্কা বালিকা বিবাহ করিলেন। তিনি এখন নবসাজে সজ্জিত হইলেন, নব ভাবের ভাবুক হইলেন, নব যৌবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার স্ফূর্ত্তির উচ্ছাস বহিল, কনকনলিনী সেই উচ্ছাস-স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। কনকনলিনীর দেব-দুর্লভ একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। বাটীতে আর আনন্দের সীমা রহিল না। শিব বাবুর পুত্র সন্তান হইয়াছে, পূর্ব্ব-পুরুষগণের এক এক গণ্ডূষ জলের আশা হইল। বাজনাওয়ালারা দলে দলে আসিয়া বাদ্যচাতুর্য্য দ্বারা শাল, কাশ্মিরী, বনাত ইত্যাদি পুরস্কার লইয়া যাইতে লাগিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মিষ্টান্নসহ অর্থ বিদায় পাইলেন; গ্রামে বাটীতে বাটীতে সন্দেশ বিলান হইল; দীন দরিদ্র সকলকে জোড়া ও পয়সা মুক্ত হস্তে বিতরণ করা হইল।

দুর্গা সন্তানটীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। সে কনকনলিনীর নিকট না থাকিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতে ভালবাসিত, তাঁহাকেই প্রথমে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখিল। কনকনলিনী যৌবন-সুলভ চাপল্যে মত্ত হইয়া শিব বাবুর মনোরাজ্যে সিংহাসন পাতিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি দুর্গার একজন অসামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তা শিব বাবু দুর্গার ঘরে যাইলে, দুর্গার সহিত কথা করিলে, দুর্গার দিকে চাহিয়া হাসিলে, তিনি মনে মনে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতেন। বাটীর চাকর বাকর ও গ্রামবাসী অনেকে দুর্গাকে 'বড় মা' বলিয়া সম্বোধন করিত। কনক সে সম্বোধন সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ ভার করিত। দুর্গা সে সমস্ত বুঝিয়াও বুঝিতেন না। তিনি নলিনী ও তাহার পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদিগের প্রতি ভালবাসার কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্গা স্বহস্তে নলিনীর গা মুখ মুছাইয়া, চুল বাঁধিয়া, টিপ পরাইয়া দিয়া সুখী হইতেন। বাটীতে ভালমন্দ জিনিস আসিলে, অগ্রে নলিনীর ঘরে যাইত। ভাল ভাল কাপড়ের যোড়া দুর্গা অগ্রে নলিনীকে পরাইতেন, পরে আপনি পরিতেন। একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে দুর্গা আপনার পুরাতন গহনা দুচারি খানি পরিয়াছিলেন। নলিনী তাহা দেখিয়া কহিল, "দিদীর গহনা গুলি বেশ ভারি ভারি।" দুর্গা অম্লানবদনে সেই গহনাগুলি গা হইতে খুলিয়া নলিনীকে পরাইয়া দিলেন। দুর্গার সরলতার, অমায়িকতার ও উদারতার ইয়ত্তা নাই। বাটীর অধিকাংশ কার্য্য দুর্গা স্বহস্তে করিয়া নলিনীকে অবাধে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইবার অবসর দিতেন।

কিছু কাল পরে দুর্গারও অঙ্ক দেশ একটী পুত্র সন্তানে শোভিত হইল। পুত্রটী দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার রূপরাশিতে ঘর আলোকিত হইল। কনকের ঈর্ষ্যা

এতাবৎকাল মনে মনে প্রধূমিত হইতেছিল, এইক্ষণে দারুণ অগ্নিশিখায় পরিণত হইল। তিনি তাহা বাক্যে ও কার্য্যে স্পষ্ট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুর্গার পুত্রবধূ তাহার চক্ষুশূল হইল। দুর্গা কভুও নলিনীকে ভাই ও তাহার পুত্রকে বাবা বলিয়া ডাকিতে কাতর হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি নলিনীর কুৎসিত ব্যবহার দেখিয়াও হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিছু মনে রাখিতেন না। নলিনীর এক ঝি ছিল। তাহাকে সকলে জগার মা বলিয়া ডাকিত। নলিনী অনেক সময়ে বেশভূষা করিয়া নিরালে জগার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "আচ্ছা জগার মা, ঠিক-ক'রে বল্ দেখি, আমি দেখ্তে ভাল, না বড় ঠাকরুণ দেখ্তে ভাল—কে বেশী সুন্দর?" জগার মার মনে যাই থাক্, সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিত, "বড় ঠাকরুণ কি আপনার কাছে দাঁড়াতে পারে?" নলিনীর মন বড় প্রফুল্লিত হইত, সে হেলিতে দুলিতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া বেড়াইত।

পাঠক! আপনার সম্মুখে যদ্যপি এই দুইটী রমণীর প্রতিমূর্ত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখিতে কি পাইবেন না যে একজন দেবকন্যা, অপরটী পিশাচিনী। একটী সর্ব্বদা হাস্যমুখী, পরসুখে সুখী, পরদুঃখে দুঃখী, আপনার প্রশস্ত মনে এই বিশাল সংসারকে ধারণ করিতে পারে। দ্বিতীয়টী গম্ভীরা ও বিশ্ববিমুখী এবং কূপমগ্না, কূপের পরিধির মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে অসমর্থ। প্রথমটীর স্বার্থ পরার্থ উভয়ই সমান। দ্বিতীয়টী স্বার্থের জন্য না করিতে পারেন এমন কার্য্য নাই। প্রথমটীকে সকলে ভাল বাসিত, প্রশংসা ও সম্মান করিত, দ্বিতীয়টীকে দেখিলে অনেকে মুখ ফিরাইত, তবে যাহারা তাহার নিতান্ত প্রত্যাশী তাহারাই কেবল মৌখিক ভালবাসা দেখাইত। অতএব দেখা যাইতেছে একটী নয়নমনস্নিগ্ধকরী কুসুমরাণী—সুমিষ্ট সৌরভ রাশির ভাণ্ডার। অপরটি নাসারন্ধ্র ক্লিষ্টকারী বিজাতীয় বনফুল বই আর কিছুই নয়। শিববাবুর দুইটী পত্নীর দুই সন্তান হইল বটে, কিন্তু সর্ব্বনাশের বীজরোপণ হইল। এক দিন বৈকালে ছোট বৌ তাহার প্রিয় ঝি জগার মায়ের সহিত সিঁড়ির ঘরে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফাস্ করিতেছে, এমন সময়ে দুর্গা অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই উহারা চমকিয়া উঠিল এবং থতমত হইয়া পলাইয়া গেল। সে দিন আর কিছু হইল না। অপর দিন দুপুর বেলা, বাটীর কেহ কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ কেহ আপন ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছে, এমন সময়ে ছোট বৌ জগার মাকে কোথায় পাঠাইয়া দিল। জগার মা কাপড়ের ভিতর করিয়া একটী জিনিস আনিয়া ছোট বৌয়ের হস্তে দিল। ছোট বৌ খুব সাবধানে উহা লইয়া একটী দুগ্ধপূর্ণ বাটীতে ফেলিয়া দিল এবং জগার মাকে ঐ বাটীটি ইসারা দ্বারা দেখাইয়া

দিয়া সদর চলিয়া গেল। রমেশ ও নরেশ দুইটী ছেলে বেড়াইতে গিয়াছে। তাহারা আসিয়া দুগ্ধ পান করিবে। দুটি ছেলের জন্ম দুটি বাটীতে প্রত্যহ দুধ রাখিয়া দেওয়া হয়। রমেশ ছোট বৌয়ের ছেলে—শিব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রে আসিয়াই ঐ নির্দ্দিষ্ট বাটীর দুধ পান করিল। ঝি ঘাটে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে রমেশ ঘরের মেঝেতে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া গাঁজা ভাঙ্গিতেছে। ঝি এই ব্যাপার দেখিয়া প্রমাদ গণিল এবং "বাবারে সর্ব্বনাশ হ'লরে, বড় খোকা বাবু কেমন করছে, তোমরা সকলে শীঘ্র আসিয়া দেখ," বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। বাটীর যে যেখানে ছিল, দৌড়িয়া আসিল। নলিনী আসিয়া পুত্রের পার্শ্ব-দেশে সড়াম করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। সে বাণাহত মৃগীর ন্যায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে কপালে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল, আর উচ্চৈঃস্বরে "ও কপাল মা কি করিলি রে, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল রে রে" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। শিব বাবুর পয়সার অভাব নাই। তৎক্ষণাৎ ২।৩ জন ডাক্তার আসিল, কিন্তু বিষের অসাধ্য ব্যাধি, তাঁহারা কি করিবেন? ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, বালকটী প্রাণ হারাইল। সমগ্র বাটীতে ছোট বৌয়ের এ পৈশাচিক আচরণের বৃত্তান্ত সকলে অবগত হইল। কর্ত্তা শিব বাবু তাহাকে দূর করিতে দূর করিলেন। পাড়াপড়সিরা তাহার নামে শিহরিয়া উঠিত এবং নানারূপ গালিবর্ষণ করিত। দুর্গা তাহার সতীনের সর্ব্বনাশী ব্যবহার জানিয়াও তাহার প্রতি পূর্ব্ববৎ সদাচরণ করিতেন। তিনি ভাবিলেন সকলে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি ইহার প্রতি বিরূপ হইলে এ কোথায় দাঁড়াইবে? তিনি তজ্জন্ম তাহার সহিত জননী ও সন্তানের ন্যায় ঘর করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতি সাবধানতার সহিত। নরেশ ছোট বৌকে কভুও মা বলিয়া ডাকিত, তাহার কাছে রহিত, কিন্তু তাহার হস্তের খাদ্য খাইত না। নরেশ উত্তম লেখা পড়া শিখিল, তাহার বিবাহ হইল। তাহার সদ্ব্যবহারে ও সদ্‌ গুণে সকলে মুগ্ধ হইল। নলিনী যে এরূপ রাক্ষসী, সেও তাহার গুণে মনে মনে লজ্জিত হইত।

শিব বাবুর মর্ম্মান্তিক পীড়া—কনিষ্ঠা পত্নীর অমানুষী দুর্ব্ব্যবহার ও পুত্রের অস্বাভাবিক অকাল মৃত্যু সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিত। এরূপ দুর্ব্বহ দুশ্চিন্তায় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি সত্বরই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। ছোট বৌ তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তথা হইতে তাহার স্বামীর বিষয়াধিকারের জন্ত আদালতে নালিস উপস্থিত করিল। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম, তিনি সামান্য খোরপোস ভিন্ন আর কিছুরই অধিকারিণী হইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন 'আমি আদালতের সাহায্যে অনেক বিষয় পাইব, বাপের বাটীতে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই

করিবা' বাপ অত্যন্ত গরিব, কন্যাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহার খোরাকির টাকা কয়েকটীতে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিলেন। কনকনলিনীর দুরবস্থার আর অবধি রহিল না। সে কোথায় রাজরাণী হইবে, না, তাহার বিপরীত ঘটিল। নরেশ সংস্থানের দুঃখ ও কষ্টের কথা শুনিয়া আপনি সর্ব্বদা যাইয়া দেখিয়া আসিত ও তাহার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক হইত অর্থের দ্বারা সে অভাব মোচন করিত। দুর্গাও আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই সম্ভ্রান্ত সতীনের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন। তিনি কখন কখন তাহাকে বাটীতে আনিতেন, অনেক সময়ে তাহার জন্য খাদ্য ও টাকা কড়ি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

ভাবল সতী।

ভাবল! অবলা হয়ে হইলি সবল,
বল না মা! কিসে তুই পেলি হেন বল?
কে দিল এতেক তেজ এ কাঁচা বয়সে,
কেমনে বধিলি বাঘ দুরন্ত রাক্ষসে?
বালিকা হইয়া মা গো রক্ষিলি আপনা,
তোর সতীত্বের যশ গায় সর্ব্বজনা।
সতীগৌরব পুনঃ তা'তে জাগিল,
রাজস্থান যশোহার তোমাতে হইল;
কর্ম্মদেবী পদ্মাবতী সতী বীরাঙ্গনা,
তাহাদের সঙ্গে আজি তোমার তুলনা।
অস্ত্র লয়ে যুঝিলেন তাঁহারা সমরে,
গৃহাঙ্গনে তুমি যুঝ না লয়ে তোমরে।
"মারি মরি সতীত্ব না দিব বিসর্জ্জন।"
সতীর প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিলে রক্ষণ।
পিতা মাতা ধন্য তব, ধন্য জন্মভূমি,
জন্ম ধন্য, বংশ ধন্য, সত্য ধন্য তুমি।
ভারত-গৌরব বৃদ্ধি হ'ল তোমা হ'তে,
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি ঘোষিবে জগতে।
নমি দেবি! নারীরূপা অসুর-নাশিনী,
নরহত্যার পাপে কভু নও কলঙ্কিনী।

শ্রীন—

অমরাবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"হইলে তাঁহার কৃপা অন্ধে দৃষ্টি পায়,
খোঁড়া লঙ্ঘে মহীধর, বোবা গীত গায়।"

দরিদ্র পিতার এক মাত্র কন্যা মনোহরা। মনোহরা কাঞ্চন প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী এবং নানা গুণে বিভূষিতা। বালিকা মনোহরা পবিত্র দীপ্ত অনল-শিখার ন্যায় তেজস্বিনী; দরিদ্র সমাজের শুভসম্ভবা। যে চিত্রকর এ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি ধন্য। বালিকা মনোহরা শৈশব

প্রকৃতির মহত্তম আদর্শ। মনোহরা পিতার অন্ধকার কুটীরে সন্ধ্যাদীপের ন্যায় মধুর আলো বিকিরণ করে। বালিকার কার্য্য-নৈপুণ্য দেখিয়া প্রবীণারা পর্য্যন্ত মুগ্ধ। মনোহরা খেলা ধুলায় সময় নষ্ট না করিয়া নিবিষ্টমনে পিতা মাতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে।

একদিন মনোহরা পিতা মাতার সঙ্গে সুবর্ণমতী নদীর তীরে বেড়াইতেছিল। তখন সুনীল আকাশপটে অর্দ্ধ শশী স্পষ্ট অঙ্কিত হইতেছে। অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে সমস্ত "গিরি সরোবর নদী পল্লব কানন" আরক্তিম। শান্ত সৌন্দর্য্য ও পাখীর সামগান-মুখরিত কুঞ্জবনে সন্ধ্যা দেবীর অভ্যর্থনার সব আয়োজন হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পুষ্পাঞ্জলীর জ্যোৎস্না-ময় ইঙ্গিতে প্রকৃতি দেবী যেন হইতেই নূতন সজ্জা সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিল। বালিকা মনোহরা নৈসর্গিক দৃশ্য পট সকল দেখিতে বড় ভালবাসে সে দেখিতে দেখিতে তাহার আনন্দ-প্রদীপ্ত সুন্দর চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। চিত্রার্পিতবৎ শোভা-সমন্বিত উপত্যকা, পাদপ-পরিবৃত বাপী বা মৃদুগমনা প্র-বাহিনী অথবা খরস্রোতা গিরিনদী, যৌপ্য-কান্তি নির্ঝর ও জলপ্রপাত সকল দেখিতে দেখিতে বালিকা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। অদূর প্রসারিত প্রান্তর সমূহের অতুলনীয় শোভা দেখিয়া সে বিমুগ্ধ হয়। সেদিন পিতার কোলে বসিয়া মনোহরা প্রকৃতির সকল অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্বচনীয় শোভা দেখিতেছিল; সেই সময় মা তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল "সরল বালিকে, তুমি নিবিষ্টমনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি দেখ্‌ছ?" মনোহরা আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সহাস্য মুখে কহিল "ঐ দেখনা মা, তোমার মস্তকের উপরে তিন চারি খানি অত্যুজ্জ্বল রক্ত পীত বর্ণ মেঘের রেখা। তাহার কিছু দূরে রক্তবর্ণ রূপে মিলাইয়া গিয়া অতি সুন্দর সোনালী শীষ আকার ধারণ করিয়াছে। দেখিতে কেমন সুন্দর!" পিতা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল "বৎসে! তুমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছ, কিন্তু যাঁহার অপার সৌন্দর্য্য হইতে সুমহৎ প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিলে আরও আনন্দ অনুভব করিবে।"

মনোহরা গম্ভীরমুখে কহিল "পিতঃ! ভগবানের বিষয় ত সর্ব্বদাই তোমাদের মুখে শুনিতে পাই; পিতা, যখন তোমার কাছে বসিয়া উপাসনা করি এবং গান করি,—"ওহে নিত্য আছ কোথা?" তখন যেন প্রাণের মধ্যে তাঁহার পবিত্র স্পর্শ অনুভব করি। সে দিন আমার গায়ে একটা ফোঁড়া হইয়াছিল, মা আমার কাছে বসিয়া গাহিলেন,—

"দীন হীন জনে, পাপী পরাধীনে,
নাথ তোমা বিনে কে আর নিস্তারে?"

আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগিলাম, —তাঁর নাম গান করিতে করিতে আমার ফোঁড়ার আস্ত যন্ত্রণা সব কমে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইল। বসন্তকাল, শিশু সূর্য্যের অরুণ কিরণে প্রকৃতি হাস্যময়ী। শীতল বসন্তসমীরণ তরুলতাদিগকে যেন ঘুমের ঘোর হইতে জাগাইতেছে। অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী গিরিনদী মৃদু পবন-কর স্পর্শে লহরী তুলিয়া গান করিতেছে। মধুর প্রভাবে বিহগকুল কুসুম-সজ্জিত বৃক্ষশাখায় বসিয়া মধুর কাকলী করিতেছে। সেই সময় মনোহরা ক্ষুদ্র একটী ফুলের সাজি লইয়া ফুলের বাগানের দিকে চলিল। বাগানে যূথী, জাতি, মধুমালতী ইত্যাদি নানাবিধ ফুল ফুটিয়াছে। ঊষা-কর-স্পর্শে পূর্ণ-বিকশিতা সেফালিকা মৃদুল বাতাসে টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মনোহরা গাছের তলে বসিয়া সেফালিকা ফুল তুলিতে লাগিল, আর বসন্ত প্রকৃতির নব শোভা দেখিতে লাগিল। সেই সময় কে এক বালিকা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। মনোহরা হাস্য করিয়া কহিল "আঃ জ্বালাল যাহা দেখ্ না যেন আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।" তথাপি চখের উপর হইতে হাত উঠিল না।

মনোহরা হাস্য করিয়া কহিল "হাত তোল বলছি, নইলে ভাল হইবে না।"

তথাপি চখের উপর হইতে হাত উঠিল না।

মনোহরা আবার হাসিয়া কহিল "বলি হাত তুল্‌বি না, মার খাবি?"

তথাপি চখের উপর হইতে হাত উঠিল না।

মনোহরা আবার হাস্য করিয়া কহিল "বলি সুবালা, তুই কদিন হ'ল মার খাস্‌নি বল্ দেখিন্?"

সুবালা চখের উপর হইতে হাত তুলিয়া কহিল "দেখ ভাই তোকে আমি বার বুঝ, কের বৎসর চেষ্টা করেও একটি দিন হারাইতে পারি না, কেন," কিছু বল্‌তে পারিস্?

মনো। পারি বই কি।

সু। কি বল?

মনো। তুই হাবা, আমি চতুর; তোর বুদ্ধি নাই, আমার বুদ্ধি আছে।

সু। বটে আচ্ছা থাক্। আমার যখন বিয়ে হবে, তখন স্বামীকে দিয়ে তোকে এক দিন এমন জব্দ করব, তখন তোর বুদ্ধির দৌড় কত দূর তা বুঝ্‌বে।

সুবালার মুখে বিয়ের কথা শুনিয়া মনোহরা চমকিয়া উঠিয়া কহিল "সে কি, বিয়ে করবি নাকি?"

সুবালা। বিয়ে করব না, তুই বলিস্ কি?

মনো। কেন বিয়ে ক'রে কি হবে?

সু। তুই ত ছোট বেলা থেকে ঐ এক আকাশ ফোঁড় কথা বলিস্।

মনো। বিয়ে কর্‌লে কি হয়, তাই আগে বল্ না?

সু। আ মলো বিয়ের উপরেই সৃষ্টি চল্‌ছে। ঐ দেখ না তোর মা বিয়ে ক'রে-ছিলেন, তাই তুই আছিস্। আর আমার মা বিয়ে করেছিলেন, তাই আমি তোর

সঙ্গে এখনও ঝগড়া করছি। বিয়ে না করলে কি বংশ থাকে, আর সৃষ্টি রক্ষে হয়?

মনো। সৃষ্টিটা রক্ষা করতে আর আমাদের কাজ নয়। এই দেখনা বিয়েতে কত দোষ দাঁড়ায়। বিয়ে করলে প্রথমে আপনি পরের হাতে গেলুম। তার পর ছেলে মেয়ে ইষ্ট কুটুম্ব ইত্যাদি নানা রূপ মায়া ফাঁদ জড়ায়। কেবল ভাবনা, কেবল ভয়, কেবল সংসার সংসার করিয়া পাগল হওয়া। ঈশ্বরকে ভাববার, তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার, নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকর্ম্ম করবার আর সুবিধা থাকে না। বিয়ে না করেই কোন আপদ রইল না!

সু। তোর ঐ ছাই কথা আমি শুন্‌তে পারি না। বিয়ে করব না ত কি চিরকাল আইবুড়ো থাকব!

মনো। আহা! চির-কুমারী থাকার মত বিমল সুখ কি আর কোথাও আছে? আমার ইচ্ছা আমি আর তুমি আজীবন আইবুড়ো থাকি।

সুবালা। বাঃ বাঃ এ কি কথা! উনি আর বিয়ে করবেন না, চিরকালই আই-বুড়ো থাকবেন।

মনো। (গম্ভীর স্বরে কহিলেন) তা দেখ্‌তে পারি থাকতে পারি কি না পারি।

সুবালা। আচ্ছা দেখ্‌ব গো দেখ্‌বো, স্বামী চাই কি না চাই।

তাহাদের এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্য দিয়া বেলা বাড়িয়া উঠিল। তাহারা তাড়াতাড়ি ফুল লইয়া আপন আপন বাড়ী গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের জোছনা-শালিনী মধুর রজনী প্রভাত হইল; হাস্যময়ী মনোহারিণী ঊষা কনককুসুম-দীপ্ত গগনের পূর্ব্ব সীমান্তে সিন্দুর মাখাইয়া সুন্দর করিয়া তুলিল। কুঞ্জে কুঞ্জে আকুল কোকিলকুল প্রভাত আরতির মঙ্গল গাথা গাইতে লাগিল। প্রাতঃসমীর কুসুমরাশির সৌরভ বহন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইতে লাগিল, স্মিত ঊষার তরুণ অধরে জোছনার আবছায়া অপসারিত হইতে না হইতে সুবালার গৃহে লোকে লোকারণ্য হইল।

আজ সুবালার বিবাহ। মনোহরা শত চেষ্টাতেও সুবালার মন ফিরাইতে ও তাহার বিবাহ স্থগিত রাখিতে পারিল না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, সুবালার বিবাহ হইয়া গেল!

মনোহরা বিবাহের আমোদ উৎসাহে যোগ না দিয়া সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বিবাহের পর 'বর'কে একটু রুক্ষ স্বরে কহিল "যদিও তুমি আজ নানা-বিধ ফুল-সাজে সজ্জিত হইয়া সুন্দর হইয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে সুবালার দুঃখের ফাঁদ বলিয়াই জানিব।"

সুবালার স্বামীর নাম নক্ষত্র। নক্ষত্র ইতিপূর্ব্বেই মনোহরাকে ভালরূপে জানিত, অতএব মৃদু হাস্য করিয়া কহিল "আচ্ছা দেখিব তুমি কখনো এইরূপ ফুল-সাজে সাজিয়া কাহাকে দুঃখের ফাঁদে জড়াও কি না।"

মনোহরা ঘৃণার স্বরে উত্তর দিল "কি

এই সতর বৎসর হইয়াছে, আর্য্যার বিবাহ আমাকে করিতে হইবে? আজ্ঞা তোমরা স্বামী স্ত্রীতে এই বেলা ফুল গাছ রোপিতে আরম্ভ কর।" (ক্রমশঃ)

লীলা বিবাহ।

আজি শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমা; রাজপুতগণের একটি পর্ব্বাহ ও আনন্দোৎসবের দিন। প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনী ঘন ঘন আলোকচ্ছটা বিকাশ করিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইতেছে, বিদ্যুৎবালার অসামান্য লাবণ্যে প্রকৃতির অঙ্গ চমকিয়া যাইতেছে; মধ্যে মধ্যে বারিকণা বিন্দু বিন্দু মুক্তাদামসদৃশ ধরণীবক্ষে শোভা পাইতেছে, রবির খরতর কিরণ এখন নিষ্প্রভ, মন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালিত হইতেছে। অন্যান্য আনন্দোৎসবের মধ্যে ঝুলন রাজপুত রমণীগণের একটি প্রধান আমোদ। সুন্দর সুন্দর উপচারে ভূষিত করিয়া নিজ নিজ গৃহদেবতাগণকে ঝুলন-মঞ্চে বসাইয়া পূজা করিতে হয়। পরে সকল সমবয়স্কা বালাগণ বিবিধ বিচিত্রবর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুর-সন্নিবিষ্ট উদ্যানে ঝুলন উৎসব সমাধা করিয়া থাকে। সেই প্রথা অনুসারে নগেন্দ্রনগর অদ্য ঝুলন উৎসবের পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, প্রফুল্ল আননে রাজপুত বালিকারা নানা বর্ণের বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বৃক্ষের উচ্চ শাখায় রজ্জু সংলগ্ন করিয়া ঝুলিতেছে ও বর্ষা-কালোপযোগী রাগিণীতে মল্লারগীতি গাহিয়া কুঞ্জবন আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। রাজপুত রমণীগণের নানাবর্ণের পরিচ্ছদ যেন গগনমণ্ডলস্থ রামধনুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই উৎসবে যোগদানার্থে শোলাঙ্কী-বংশীয় রাজকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া উদ্যানে উপনীত হইলেন, তিনিও আজ চির প্রথানুসারে দোল-মঞ্চে উঠিবেন। তাঁহার জন্য যে কয়েকখানি দোলা প্রস্তুত ছিল, উহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি আপন হস্তে বৃক্ষশাখায় দোলা বাঁধিবেন, তবে তাঁহার এ উৎসাহ পূর্ণ হইবে। কিন্তু রজ্জুর অভাব। সখীগণ ও রাজকন্যা বহুল অন্বেষণেও দোলার উপযোগী একগাছিও রজ্জু সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। রাজপ্রাসাদ হইতে রজ্জু আনয়ন করা বিলম্ব জ্ঞান করিলেন অথচ বালস্বভাব-সুলভ ঝুলন ক্রীড়ায় নিরস্ত হইতে পারিলেন না। সোৎসুক নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দৈব ঘটনায় ইদর-রাজ নাগাদিত্যের পুত্র কুমার বাপ্পাদিত্য গো-পাল লইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। মানুষ অবস্থার দাস! অবস্থার বিপর্য্যয়ে রাজপুত্রগণেরও ভিখারী হয়। বাপ্পার অদৃষ্ট পরিবর্তন চক্রে

নিষ্পেষিত। তাই আজ রাজকুমার রামার সামান্যবেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে।

ভীলগণ কর্ত্তৃক নাগাদিত্যের নিধন হইলে তিন বর্ষ বয়স্ক শিশু বাপ্পা পিতৃহীন ও রাজসম্পদ-হীন নিরূপায় নিরাশ্রয়; বীরনগরবাসিনী ব্রাহ্মণকুমারী কমলাবতী, যিনি অসহায় অবস্থায় শিলাদিত্যের পুত্র গুহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কমলাবতী রমণীর বংশধরেরা বাপ্পাকে অতি স্নেহ যত্ন সহকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বালক বাপ্পা বিপ্র-কুমারের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া আশ্রয়-দাতৃগণের গোচারণ করিতেন ও ত্রিকূট পর্ব্বতের নিম্নে এই নগেন্দ্রনগরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। আজ রাজকুমারীরা বাপ্পাকে দেখিবামাত্র হর্ষান্বিতা হইয়া কহিলেন "তুমি যদি একগাছি 'রজ্জু' আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিব।"

বাপ্পা অতিশয় চঞ্চলস্বভাব ও কৌতুক-প্রিয়। বালিকাদিগের কথায় হাস্যসহকারে বলিলেন "তোমরা যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহাহইলে রজ্জু আনিয়া দিতে পারি।" বালিকাগণ পূর্ব্বাপর কিছুই বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। মহানন্দ ক্রীড়াচ্ছলে কৌতুকপূর্ণ বিবাহ সেই স্থানেই সম্পন্ন হইল।

রাজকুমারীর কারুকার্য্যখচিত সোণার আঁচলযুক্ত ওড়নার সহিত বালক বাপ্পার পরিহিত মলিন বসনাগ্র বন্ধন করা হইল এবং সঙ্গিনী বালিকারা আপনারাই হুলু ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের করধারণ পূর্ব্বক রাজকন্যা ও বাপ্পার সহিত একত্রে একটি প্রকাণ্ড সহকার তরুর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিল।

এ বিবাহের পরিণাম কি হইবে, কেহই ভাবিল না এবং বাপ্পাও কিছুই বুঝিলেন না। লীলাবিবাহ সমাধা হইয়া গেল। কালের পরিবর্ত্তন হইল, মাসের পর মাস বর্ষের পর বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া গেল, কিন্তু এ বিবাহের সংবাদ তখন কুমারীগণ ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিল না ও বালিকারাও তাহা মনে রাখিল না। ক্রমে শোলাঙ্কি-রাজ-কুমারী বয়ঃস্থা হইলেন। তাঁহার রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া পড়িতেছিল। রাজাও কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া তাহার জন্য একটি সুপাত্র স্থির করিলেন। বিবাহের অগ্রে পাত্রগৃহ হইতে একজন সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ রাজভবনে আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিয়া তাহার কর-পত্রিকা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাজা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া তাঁহার সম্মুখে কন্যাকে আনিতে আদেশ করিলেন। রাজকুমারী পরিচারিকার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আগ্রহসহকারে তাহার পাণিতল পরীক্ষা করিলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন "এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ইহারত বিবাহ ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে"। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন

হইলেন। পুরীস্থ সমস্ত লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাজকন্যাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা হইল—"কোন্ স্থানে এবং কাহার সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে?" কিন্তু তিনি "কিছুই স্মরণ হয় না" বলিলেন।

রাজ্যমধ্যে অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং চারি দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ বাপ্পার কর্ণগোচর হইলে তিনি অতিশয় ভীত হইলেন এবং ভাবিলেন যদি এ বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অতিশয় বিপদে পতিত হইব। এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা অতি সতর্ক ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বাপ্পার সহিত যে সকল রাখাল বালক ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকেও তিনি সাবধান করিয়া দিলেন। যদিও বালকেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং তাঁহার অনুগত ছিল, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না, তথাপি বাপ্পা তাহাদিগকে এক বিষম অঙ্গীকার-পাশে নিবদ্ধ করিলেন। নিজ-হস্তে একটি অল্প পরিসর কূপ খনন করিয়া হস্তে এক শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া রাখাল বালকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আইস আমরা শপথ করি--সম্পদে বিপদে তোমরা আমার অনুগত থাকিবে, আমার কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না এবং আমার সম্বন্ধে যেখানে যাহা শুনিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমার গোচর করিবে। এই অঙ্গীকার যদি পালন না কর, তবে তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমস্ত সৎকার্য্য এই শিলাখণ্ডের ন্যায় এই "রজক কূপে নিপতিত হইবে।" রাজপুতগণের বিশ্বাস "রজক কূপ" অতি অপবিত্র স্থান। বালকগণকে এরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করাইবার নিমিত্ত বাপ্পা সেই শিলা খণ্ডটি পূর্ব্বোক্ত কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বালকেরা সম স্বরে সেইরূপ শপথ গ্রহণ করিল।

গোপনীয় গুরুতর কার্য্য কখনই লুক্কায়িত থাকে না, কখন না কখন প্রকাশ হইয়া পড়েই। বাপ্পার এবম্বিধ সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন। কিছু দিনের মধ্যেই গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শোলাঙ্কি-রাজ বুঝিতে পারিলেন "লীলা বিবাহে" বাপ্পাই প্রধান নায়ক। এ দিকে রাখাল বালকেরা লোকপরম্পরায় জানিতে পারিয়া বাপ্পার নিকট সমাচার দিল। বাপ্পা ইহা শ্রবণ করিয়া বিপদ বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। অধিক দূর তাঁহাকে যাইতে হইল না, সেই পর্ব্বতমালার সন্নিকটেই এক নিভৃত স্থানে গুপ্ত ভাবে আশ্রয় লইলেন। দুইটি ভীল বালক তাঁহার সহগামী হইল, তাহাদের নাম "বালীয় এবং দেব।" উহারা বড় ভীল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হৃদয় উচ্চ কুলের ন্যায় সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল, আপনাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ গৃহ আত্মীয় স্বজন সমস্ত তাচ্ছিল্য করিয়া বাপ্পার সম-

সুখভাগী হইয়া তাঁহার সহিত বনবাসে দিন যাপন করিতে লাগিল। কতবার কত বিপদ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, অনাহারে অনিদ্রায় দিবা যামিনী অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহারা বাপ্পাকে একটি দিনের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। ভীল বালক দুইটিই বাপ্পার জীবন-রক্ষক, তিনি এরূপ ভ্রাতৃ-সদৃশ বন্ধু না পাইলে তাঁহার জীবনে কত দুর্ঘটনা ঘটিত এবং মিবার-কুলের রাজ-বংশের কুলপঞ্জিকা হইতে বাপ্পার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

এ দিকে শোলাঙ্কি-রাজকুমারী বাল্য লীলায় বাপ্পাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই কথা একবার যখন তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইল, তখন তিনি বিবাহে অসম্মতা হইলেন। সেই লীলা খেলায় তাঁহার সুকুমার জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার সীমা নির্দ্ধারিত করিল। তিনি আজীবন সেই স্বপ্ন-দেবতাকে অন্তরে পূজা করিয়া কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। সতীত্বের পরাকাষ্ঠা শোলাঙ্কি রাজকুমারীর। ধন্য তাঁহার ত্যাগ ও নিষ্ঠা!!

শ্রীশশিমুখী দেবী।

আর্য্য মহিলা।

সীতা।

আজি আমরা যে মহামহিমাময়ী আর্য্য মহিলার চরিত্র আলোচনা করিতেছি, তাঁহার মত সর্ব্বজন-বিদিতা এবং সর্ব্বলোক-পূজিতা মহিলা, ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছেন। কবিগুরু বাল্মীকি পুরাকালে এই বিশ্ব-বিমোহিনী দেবীর যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, শত শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা ভারতবাসীর ধ্যান ধারণার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। আমরা আকাশের চাঁদ আশৈশব প্রত্যহ দেখিলাম, তথাপি তাহা পুরাতন হইল না; আর বাল্মীকির সীতা, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি হইতে আধুনিক বঙ্গীয় লেখকদিগের হস্তে শত শত বার চিত্রিতা হইলেন, তথাপি সীতার নবীনত্ব গেল না। সে অপূর্ব্ব চরিত্রের মাধুর্য্যে তাহা চিরদিনই নূতন রহিবে।

সীতা দেবী রাজর্ষি জনকের কন্যা। রাজর্ষি জনক আর্য্য ভারতের আদর্শ পুরুষ; তিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়াও সংসারী; শুধু "সংসারী" নহেন, তিনি রাজা। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা ভগবদ্গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জনক দেবকে গীতোক্ত নিষ্কামকর্ম্মা বা কর্ম্মযোগী বলিয়া জানেন। সৌভাগ্যক্রমে সীতা দেবী এই মহাত্মার দুহিতা

হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। সীতার জন্ম বিষয়ে অলৌকিক কথা আছে, সে কথা প্রধানতঃ এই যে সীতা দেবী সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর দুহিতা। কবি কল্পনা বাদ দিয়া, নিতান্ত সোজা কথায় বলিলে, বলিতে হয় যে সীতা "মাটীর মেয়ে।" আমাদের দেশে যে প্রকৃতির রমণীগণকে "মাটীর মেয়ে" বলা হয়, সীতা দেবী সেই প্রকৃতির রমণীগণের শীর্ষস্থানীয়া। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পতিপ্রাণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মসংযম, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার আত্মার ভূষণস্বরূপ। সীতা দেবীর বাল্য জীবনী হইতে আমরা বঞ্চিত হইলেও তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে এই সকল গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের সর্ব্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের সহিত কুমারী-রত্ন জানকীর বিবাহ হয়। এই বিবাহ হর পার্ব্বতীর মিলনের মত "মণি কাঞ্চন" যোগ হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজর্ষি জনকের প্রতিজ্ঞানুসারে রাম ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জনকরাজ রামচন্দ্রের বাহুবল ও তেজস্বিতা পরীক্ষা করিয়াই কন্যাদান করিয়াছিলেন।

সীতার চরিত্র তাঁহার বিবাহের সময়ে প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র যখন ধনুর্ভঙ্গ করিতে মিথিলায় উপস্থিত হন, তখন বালিকা অথবা কিশোরী জানকী তাঁহাকে দর্শন করেন। রামচন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি এবং লোকাতীত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সীতার হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস তিনি সখীদিগের নিকটেও ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; লজ্জাশীলা বালিকার মত কেবল ভগবতী চরণে প্রার্থনা করিলেন "মা! আমার উপরে প্রসন্ন হও; রাজকুমার যেন অবলীলাক্রমে ধনুর্ভঙ্গ করিতে পারেন; আমি যেন তাঁহাকেই পতি প্রাপ্ত হই।" যে লজ্জাশীলতা সীতা-চরিত্রের এক প্রধান উপাদান, এই স্থানেই তাহার উপক্রমণিকা। সীতা রামের প্রতি অনুরক্তা হইলা, (বিবাহের সংশয় স্থলে) মূর্চ্ছিতাও হইলেন না, "হা হতোঽস্মি"ও করিলেন না, মৃদু ভাবে, সংযত ভাবে প্রীতির প্রথম আবেগ সহ্য করিলেন।

বিবাহের পরে অযোধ্যায় গিয়া সীতা চরিত্র-গুণে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। নববিবাহিতা বধূর যে যে গুণ থাকিলে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজন পরিতুষ্ট হন, সীতাতে প্রচুর পরিমাণে সেই সকল গুণ ছিল; শ্বশুরালয়ে গিয়া পরিজনদিগের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করা নারী জীবনের এক প্রধান কার্য্য। সীতা সেই কার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন; রাজপুরস্থ সকলকারই স্নেহ মমতা তাঁহার উপরে যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। ইহা সীতারই গুণ-গৌরব। পারিবারিক সদ্ভাব রমণী-জীবনের এক প্রধান গুণ, জনক-নন্দিনীতে তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

অতি তরুণ বয়সেই সীতার অদৃষ্টে বন-

বাস ভোগ হইয়াছিল। রাজা দশরথ যখন কমল-নয়ন রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখনই দুষ্টা মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠাইতে চেষ্টা করিলেন। পুত্রপ্রাণ দশরথ সহস্র অনুনয় ও প্রশংসা করিয়াও কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। রাম পিতার সত্যচ্যুতি-ভয়ে বিমাতার মনোরথ পূর্ণ করিলেন, অম্লানমুখে জটাচীর ধারণপূর্ব্বক বনবাসী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সীতা জানিতেন, রামচন্দ্র অবিলম্বে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন; সহসা তাঁহার নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া সীতার হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইল, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু সীতা তাহাতে অধীরা হইলেন না, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন না, ঈশ্বরের নিকট অভিমান করিলেন না; সংযতচিত্তে সে বিপদ্ গ্রহণ করিলেন। এইখানেই সীতা ও সাধারণ রমণীর পার্থক্য!

বন-গমনোদ্যত স্বামীর নিকটে সীতা প্রার্থনা করিলেন, "আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল।" কিন্তু তরুণী রাজকুমারীর কুসুম-সুকুমার শরীরে বনবাস-ক্লেশ সহিবে না ভাবিয়া রাম, কৌশল্যা, এবং অন্যান্য পৌরবর্গ সীতাকে অনেক নিবারণ করিলেন; কিন্তু সে পতিপ্রাণা দেবীর পতিপ্রেম উচ্ছ্বাসে সকল অনুরোধ উপরোধ ভাসিয়া গেল। কেবল পতি-মুখ দর্শনে মন পরিতৃপ্ত করিতে সীতার বন-গমন প্রার্থনা নহে। যে মহিলা কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বামীর বিচ্ছেদ সহিতে না চাহে, তাহার চিত্ত-দুর্ব্বলতা সীতার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে সীতা জানিতেন যে রামচন্দ্র রাজপুত্র, রাজসুখে পালিত; তিনি অদ্যাবধি শারীরিক ক্লেশ কখনও সহ্য করেন নাই; আজি সীতা সঙ্গে না থাকিলে বনবাসে কে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে? আবার সীতা নিকটে থাকিলে জনশূন্য অরণ্যে সহস্র অভাবে রামের প্রাণে আরাম থাকিবে। এই সকল কথা ভাবিয়াই জানকী রামচন্দ্রের সহিত বনগমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনেক বাদানুবাদের পরে পতিপ্রাণা জানকীর মনোরথ পূর্ণ হইল। রাম এবং পৌরজনবর্গ সকলেই সীতাকে বন-গমনার্থে অনুমতি দান করিলেন। ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হইলেন।

বনবাসে সীতা-চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকন্যা রাজবধূ সীতা রাম লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে পরম সুখে রহিলেন। কোথায় অযোধ্যার রাজভবন, আর কোথায় পঞ্চবটীর পর্ণকুটীর; রাজভোগের পরিবর্ত্তে অরণ্যজাত ফল মূল আহার, শত পরিচারিকা সেবিতার স্বহস্তে গৃহস্থালীর কার্য্য! সন্ন্যাসিনীর উপযোগী বেশ, তথাপি সীতার ক্লান্তি নাই, সীতা পরিতৃপ্ত চিত্তে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। বুঝি এরূপ ভোগের তুলনায় সীতার নিকটে অযোধ্যার রাজভোগও তুচ্ছ; কেন না সেখানে সীতা

এমন প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা ও দেবরের প্রতি স্নেহ-ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বুঝি সে রাজ-ভবনে পতিপ্রাণা সাধ্বী সাবিত্রীর "গেহে মাতা, ধরে ভগিনী, পরামর্শে শিক্ষক, প্রমোদে বন্ধু" স্বরূপ হইয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই! আহা! এই বনবাসিনীর সুখ ও শান্তি দেখিলে কাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল না হয়?

শ্রীমা।

স্বাস্থ্যনীতি।

পূর্ব্বকালে পুণ্যশীল আর্য্য মহর্ষিগণ কেবল যে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যা আলোচনাতেই তাঁহাদের জীবন ক্ষেপণ করিতেন এমন নহে। যে যে বিষয় অনুশীলন ও পালন করিলে ইহজগতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করিয়া সম্যক্রূপে সুখের আস্বাদ করা যায়, এ প্রকার বিষয়সমূহেও তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ আছে, তাহা হইতে কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক পাঠিকারা দেখিবেন, তৎসমুদয় প্রতিপালন করিলে মানব-জীবন কেমন সুখে অতিবাহিত হইতে পারে।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
তত্র সর্ব্বার্থশান্ত্যর্থং স্মরেচ্চ মধুসূদনম্।
আয়ুষ্যমুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনম্।
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদরগৌরববারণম্।
ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যাৎ ন বেগান্ ধারয়েদ্ বলাৎ।
কামশোকভয়ক্রোধমনোবেগান্ বিধারয়েৎ।
উষসি মলমার্গাণাং শৌচং কান্তিবলপ্রদম্।
পবিত্রীকরণং চান্ত্রকল্মষালক্ষ্মীনিবারণম্।
প্রক্ষালনং মুখস্য পাদয়োঃ পায়্বোঃ ক্লান্তিনাশনম্।
মলঘ্নং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রক্ষসাপহম্॥

সুস্থব্যক্তির পক্ষে অতি প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া ঈশ্বর চিন্তাপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর উষাকালেই মলাদি পরিত্যাগ করা উচিত, তদ্দ্বারা আয়ু রক্ষা হয় এবং উদরের কোনও প্রকার পীড়া জন্মিতে পারে না। মলাদির বেগ উপস্থিত হইলে অন্য কার্য্যানুরোধে তাহা ধারণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে এবং বেগ উপস্থিত না হইলে বেগ প্রদান দ্বারা উহাদের নিঃসারণের চেষ্টা করাও অবিধেয়। বেগধারণ অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কাম, শোক, ভয় ও ক্রোধ এই সমস্ত মনোবেগ অবশ্য ধারণীয়। মলাদি পরিত্যাগান্তে মলমার্গ সমস্ত জলদ্বারা ধৌত করিয়া তাহাদের শুচিতা সম্পাদন করা উচিত। এই ক্রিয়া দ্বারা দেহের পবিত্রতা উৎপাদিত হয়। হস্ত পদ প্রক্ষালন দ্বারা উহাদের মলিনতা নিবারণ, শ্রমনাশ, উৎসাহ বৃদ্ধি, রুক্ষতা অপনোদন, চক্ষুর

সাধুগণের সহিত মিত্রতা, সাধুদিগের প্রতি স্নেহ ও সাধুদিগের সহিত অবস্থিতি করিবে। অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যাচকদিগকে বিমুখ ও তাহাদের অপমানিত করা উচিত নহে। গুরুলোকের নিকটে সর্ব্বদা বিনয়াবনত হইয়া থাকা উচিত, তাঁহাদের নিকটে পাদ প্রসারণাদি বা অপর কোনও প্রকার দুষ্ট ব্যবহার করা একান্ত অবিধেয়। অপকার-রত শত্রুর প্রতিও সদ্ব্যবহার করিবে।

সকলকেই আত্মবৎ দর্শন করা ও পাপীর নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। নিজের অপমান বা প্রভুর নিঃস্নেহতা কাহারও নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে। যোগ্য সময়ে হিতজনক, পরিমিত, সঙ্গত ও মধুর সত্য কথা কহিবে। লোকের অভিপ্রায় বুঝিয়া যে যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, সেই প্রকারেই তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। সর্ব্বত্র বিশ্বাস ও সর্ব্বত্র শঙ্কা এই উভয়ই গর্হিত। কোনও সঙ্কল্পিত উদ্যম হইতে সহজে বিরত হওয়া উচিত নহে। উচ্চাভিলাষ থাকা ভাল, কিন্তু ঈর্ষা অতিশয় মন্দ। ইহাদের সকলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা অনুচিত। বর্ষা ও গ্রীষ্মাদি ঋতুতে ছত্র ধারণ, রাত্রিতে ও অন্ধকালে দণ্ডধারণ এবং সর্ব্বদা উপানৎ (জুতা) ব্যবহার পূর্ব্বক গমনাগমন করিবে। গমনকালে অগ্রবর্ত্তী চারি হস্ত পর্য্যন্ত ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিবে। গ্রহণ-সময়ে, উদয়কালে ও অস্ত-সময়ে সর্ব্বতোভাবে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিবে না। জলপতিত সূর্য্যবিম্ব-দর্শনও নিষিদ্ধ; এই প্রকার সদাচারপরায়ণ হইয়া প্রত্যহ দিবাভাগ যাপন করিবে। রাত্রিতে রাত্রি-বিহিত ক্রিয়াসমূহ আচরণ করিয়া সুখে কালযাপন করিবে।

কৃষ্ণকুমারীর সহিষ্ণুতা।

কৃষ্ণকুমারী উদয়পুর-রাজ ভীমসিংহের দুহিতা। তিনি রূপে অতুলনীয়া; ভট্টগণ তাঁহাকে "রাজস্থানের ফুল সরোজিনী" বলিয়া বর্ণন করেন। তিনি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। রাজ-স্থানের চতুর্দ্দিকের রাজগণ তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিবাহের জন্য লালায়িত হইলেন। কৃষ্ণকুমারীর ভুবন-বিমোহিনী মূর্ত্তিই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। জগৎ সিংহ ও মান সিংহ নামক দুইজন নৃপতি কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা ভীম সিংহ মহাসঙ্কটে পতিত হইলেন। তাঁহার তাদৃশ সেনাবল নাই যে তিনি বিপক্ষকে দমন করিয়া স্বপক্ষ জগৎ সিংহের করে কৃষ্ণকুমারীকে সমর্পণ করেন। অপর দিকে দুর্দ্দান্ত আমির খাঁ মান সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। রাজা ভীম সিংহ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সময়

পাষণ্ড আমির খাঁ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল যে, "রাজকুমারী হয় মান সিংহকে বিবাহ করুন, নতুবা আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজধানীর শান্তি স্থাপন করুন।" এই কথা শ্রবণে উপল-খণ্ড-বিক্ষিপ্ত জলরাশির ন্যায় রাজা ভীম সিংহের হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

বিষণ্ণহৃদয়, হীনতেজ, সময়ে অক্ষম ভীম সিংহ মন্ত্রিগণের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে উপস্থিত বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা হয়, কুল রক্ষা হয়—ইহাই তাঁহাদের আলোচ্য। কৃষ্ণকুমারীকে জগৎ সিংহের করে সমর্পণ করিলে প্রবল প্রতিপক্ষ উদয়পুরকে ভস্মীভূত করিবে। অপর দিকে জগৎ সিংহের সহিত বিবাহ না দিয়া অপরের সহিত বিবাহ দিতেও পারেন না। এই অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করেন? অনেক তর্ক বিতর্ক ও চিন্তা আলোচনা করিয়া মন্ত্রী ভীম সিংহ দুরাত্মা আমির খাঁর পরামর্শই অবলম্বন করিলেন। রাজস্থানের রমণী-ললাম রূপসী কৃষ্ণকুমারী রাজ্য রক্ষা ও কুল রক্ষার জন্য বলিস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হইল।

অন্তঃপুরে মহিলাগণের ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রাজ্ঞী প্রাণপ্রতিমা স্বীয় কন্যা কৃষ্ণকুমারীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি কন্যার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। একজন রমণী বিষ প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণকুমারীকে প্রদান করিল এবং রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণকুমারী বিষের পাত্র দেখিয়া কিছু-মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার গাত্র কম্পিত হইল না, চক্ষে এক বিন্দু জলোদয়ও হইল না; তিনি শান্ত ভাবে বিষপাত্র হস্তে লইয়া অবিকৃতচিত্তে তাহা পান করিলেন। রাজ্ঞী পাগলিনীর ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন, শিরে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকুমারী স্বীয় বসনাঞ্চল দিয়া রাজ্ঞীর চক্ষের জল মুছাইয়া ধীর-মধুর স্বরে বলিলেন, 'মা! তুমি কাঁদিতেছ? আমি মানব-জীবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তবে তুমি কেন শোক করিতেছ? আমি মরিতে ভীত নই। আমি কি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই? আমি কি তোমার দুহিতা নই? তবে আমি মৃত্যুকে কেন ভয় করিব? মা! যখন আমি রাজপুতকুলে রমণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমি নিশ্চয়ই জানি যে, এক দিন অপঘাত মৃত্যু ভোগ করিতে হইবেই হইবে; এক দিন এ জীবন উৎসর্গ করিতেই হইবে। অভাগিনী রাজপুত-রমণী যে মুহূর্ত্তে মাতৃ-গর্ভ হইতে পতিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মরণ নিশ্চিত, তবে যে আমি এত দিন বাঁচিয়াছি, তজ্জন্য আমার পিতা ঠাকুরকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

কৃষ্ণকুমারীর জীবন-পটের শেষাঙ্ক

অতিবাহিত হইল। হলাহল পান করিয়া সেই স্বর্গের দেবতা স্বর্গে গমন করিল, নলিনী উহা কালেই বিশুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহার স্বর্ণকান্তি দেহ অনন্ত চিতায় ভস্মীভূত হইল। সকলই গিয়াছে। পাবও আজির খাঁ ও জগৎ সিংহ, মান সিংহ সকলেই কালের প্রবাহশীল আবর্ত্তনে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই শোকাবহ রাজস্থানীয় পরলোকের কোন ঘটনাতে শোক-অশ্রু নিবারণ করিয়াছেন! কিন্তু কৃষ্ণকুমারী হলাহল পান করিয়া আত্ম মৃত্যুসময়ে যেরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন, যাহাকে বীর-সমুচিত বচনে সর্ব্বস্পর্শী যে কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্ত কাল ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

সন্তান-পালন অতিশয় গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। সন্তান হইলে পিতা-মাতাকে অনেক বাসনায় বলিদান দিতে হয় এবং ঘোর আত্মসংযমী হইতে হয়। শিশুগুলি জগদীশ্বরের প্রসাদী ফুল। যে গৃহে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে গৃহ শ্মশানতুল্য। ইহারা আশ্চর্য্য অনুকারী। শিশুর মুখশ্রীর ন্যায় সরল এবং পবিত্র বস্তু জগতে আর নাই। এমন সরল, অনুকরণ-প্রিয় শিশু সন্তানদিগকে দাসদাসীর সংসর্গে রাখিতে দেওয়া কোন রূপেই বিধেয় নহে। ইহাদিগের পালনের ভার দাসদাসীর উপর ন্যস্ত করিলে ইহাদিগের মহা অনিষ্ট সংঘটিত করা হয়, কারণ দাসদাসীগণ প্রায় সর্ব্বদাই কুৎসিত আমোদ প্রমোদে রত থাকে। শিশুগুলি তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদিগকে যেরূপ কার্য্য করিতে দেখে, ও যে সমুদায় আলোচনা করিতে শুনে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাণে অঙ্কিত করিয়া রাখে এবং আজীবন তদনুসারে কার্য্য করে। ইহাদিগের স্মৃতিশক্তিও আশ্চর্য্য। এজন্যই লোকে বলে বৃদ্ধ কালের জ্ঞান ও শৈশবের স্মৃতি সহ যদি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিত, তবে সে পৃথিবীতে অসাধারণ কার্য্যকলাপ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিত। এমন স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন শিশুকে কুচরিত্র দাসদাসীর সংসর্গ হইতে দূরে না রাখিলে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন দুঃখময় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সন্তানদিগকে দাসদাসীর সহবাসে রাখিয়া অনেক পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। ইহাদিগের আহারাদির ভারও দাসদাসীর উপর ন্যস্ত করা অসঙ্গত, কারণ উপযুক্ত আহারাদির দোষেও অনেক শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। সন্তানগুলিকে সদা সর্ব্বদা নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

গৃহে ভৃত্য রাখিবার পূর্ব্বে গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রীর স্থির করা কর্ত্তব্য যে, তাহার

সহিত তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ। যে গৃহে ভৃত্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার হয় এবং যত্নের সহিত তাহাদের অভাব মোচন করা হয়, সেই গৃহ ধন্য। ঈশ্বর যেরূপ মঙ্গলোদ্দেশে আপনার ভৃত্যদিগকে শাসন করেন, সেরূপ গৃহস্বামী ও দয়া ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা তাহাদিগকে শাসন করিবেন। সুতরাং প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী; এ কথাটী প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গৃহপালিত জীব সকলের অবস্থা অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহাদের যেন আপনার বলিতে কেহই নাই। সাধারণতঃ ইতর ভদ্র অনেকের গৃহেই ইহাদিগের প্রতি উপযুক্তরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। গৃহস্থগণ জীবের পিতামাতা-স্বরূপ। বাড়ীর প্রত্যেক জীবকেই—গো, মহিষ, ছাগ, কুক্কুর, পক্ষী প্রভৃতি সকলকেই জ্ঞান করিয়া রক্ষণ ও প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে চিত্তে আত্ম-প্রসাদ জন্মে।

অতিথি-সেবা গৃহস্থধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। অতিথি বিমুখ হইলে গৃহস্থের মহা-অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য "সর্ব্বত্র অভ্যাগত গুরু।"

ভগিনী, তোমার অপর একটী কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে তুমি কিছু উদাসীন। সেইটী—স্বামীর প্রতি ব্যবহার। আজকাল অনেকে স্বামীকে ভৃত্যের ন্যায় খাটাইতে না পারিলে সুখ বোধ করেন না। আবার অনেকে সর্ব্বদা হিংসা, দ্বেষ, কলহ ইত্যাদি নীচতার মধ্যে বাস করেন এবং স্বজন, বন্ধু, দেবর, ননদের সহিত দ্বেষভাব ব্যবহারে লিপ্ত থাকেন। তাঁহারা স্বামীকেও ঐ সকল নীচতাতে যোগ দান করিবার নিমিত্ত সতত অনুরোধ করেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখেন না যে, স্বামীকে যাঁহারা প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার মন হইতে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা কতদূর অন্যায় ও অসঙ্গত। অনেকে স্ত্রীর সেই অন্যায় কথার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা স্ত্রীর ওরূপ অসঙ্গত কথাতে কর্ণপাতও করেন না ও ঐরূপ কার্য্য গর্হিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ স্বভাবাপন্ন স্ত্রীর সহিত মিলিয়া সুখ লাভ করিতে পারেন না। স্ত্রীর ব্যবহার তাঁহাদের নিকট কখনই প্রীতিপ্রদ হয় না। যে নারী গৃহে সুখ শান্তি দানে অসমর্থ হন, তিনি বাহিরে সুখ শান্তির অন্বেষণ করিতে গিয়া কত ও গভীর পাপ-সাগরে নিমগ্ন হন। না তাঁহার আপনার—না তাঁহার পত্নীর জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ হয়। ভগিনি, স্বামীকে যদি পবিত্র প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে না পারিলে, যদি তাঁহাকে সর্ব্বদা পরম পিতা পরমেশ্বরের পথে আকৃষ্ট করিয়া নিজেও তাঁহার অনুগামিনী না হইলে, তবে তুমি সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা হও নাই। নিজের সদাচার দ্বারা

যেরূপ পরিবারে সুখ শান্তি আনয়ন-পূর্ব্বক সকলের প্রেমাস্পদা হইবে, তদ্রূপ অনুরক্তা শান্তিপ্রদ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা স্বামীকে স্বকীয় পবিত্র প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা উভয়েই স্বর্গ-সুখ লাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ব্রতমালা।*

দূর্ব্বাষ্টমীর ব্রত-কথা।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির একদা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মধুসূদন! যে ব্রত করিলে কদাচ সন্তান সন্ততির বিচ্ছেদ অর্থাৎ অভাব হয় না, এমন একটী ব্রতের কথা বলুন।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "হে যুধিষ্ঠির! ভাদ্রমাসীয় শুক্লা যে অষ্টমী তিথি, তাহাকে দূর্ব্বাষ্টমী কহে। ঐ তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমীব্রত যে স্ত্রী করেন, তাঁহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কদাচ সন্তান সন্ততির বিচ্ছেদ হয় না, এবং দূর্ব্বার ন্যায় তাঁহার কুলের বৃদ্ধি হয় ও সে কুলের সকলেই সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত থাকেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে প্রভো! কোথা হইতে দূর্ব্বা উৎপন্না হইলেন, আর কি কারণেই বা চিরায়ুষী এবং লোকবর্গের বন্দনীয়া ও পবিত্রা, আর এই ব্রত কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক, কি কারণে, কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক কহিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" পরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "পূর্ব্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ মন্দর নামক পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড করিয়া অমৃত লাভের নিমিত্ত ক্ষীরোদ সাগরকে মন্থন করেন। সেই মন্থনের বেগ দ্বারা নারায়ণের অঙ্গ হইতে রোম সকল ছিন্ন হয়; সেই রোম ঊর্ম্মিমালা ক্ষীরোদ সাগরের তটে স্থাপিত হয়। এই প্রকারে বিষ্ণুশরীর হইতে দূর্ব্বা উৎপন্না হইয়াছিলেন। পরে দেব দানব ও যক্ষগণ ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করিলে যে অমৃতের উৎপত্তি হয়, তাহার বিন্দুমাত্র দূর্ব্বার উপরে পতিত হয়। এই হেতু দূর্ব্বা অজরা অমরা এবং সর্ব্বসাধারণের পূজনীয়া হইলেন। অতএব, ভাদ্রমাসীয় শুক্লা অষ্টমী তিথিতে খর্জ্জুর, নারিকেল, দ্রাক্ষা, আমলকী, নারাঙ্গলেবু, দাড়িম, পক্কতাল, কুষ্মাণ্ড এই সকল ফল এবং গন্ধ পুষ্প ধূপদীপাদি নানাবিধ উপহারে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা এবং দূর্ব্বার পূজা করিয়া

---

* হিন্দু মহিলাদিগের অনুষ্ঠিত ব্রত সকল সংগ্রহ করিয়া বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিবার কথা ছিল। তদনুসারে অদ্য একটী ব্রতের বিবরণ দেওয়া গেল। পরে অন্যান্য ব্রতের উল্লেখ করা যাইবে। বুদ্ধিমতী পাঠিকারা প্রত্যেক ব্রতের সারসংগ্রহ করিয়া ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। বা, বো, স।

এই স্তব পাঠ করিবে:—'হে দূর্ব্বে! যেমন আপনার শাখা প্রশাখাদি বহুতর বিস্তার করত অজর ও অমর হইয়াছ, সেই প্রকার আমার সন্তান সন্ততিকে অজর ও অমর করিয়া চিরায়ু কর।' এই প্রকার স্তব দ্বারা দেবতারা দূর্ব্বার স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পত্নী গৌরী, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি কর্ত্তৃক দূর্ব্বা পূজিতা হইয়াছিলেন। মর্ত্ত্যলোকে দময়ন্তী, সীতা, সুকেশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি কর্ত্তৃক দূর্ব্বা পূজিতা হইয়াছিলেন। দূর্ব্বাষ্টমীর দিন তিলপিষ্টক, গোধূম, ধান্যপিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করতঃ অপর অর্দ্ধাংশ স্বজনবর্গকে ভোজন করাইয়া শেষে আপনি ভক্ষণ করিতে হয়। এই নিয়মে যে স্ত্রী এই দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে পুত্র পৌত্রাদির সহিত নানা সুখ ভোগ করত অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন।"

সমাজ এবং ধর্ম্ম।

সমাজের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মই সমাজবন্ধনের মূল ভিত্তি স্বরূপ বলিতে হইবে। সমাজের ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইলে সমাজ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ধর্ম্মনীতির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অনাচার অত্যাচার সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজবিপ্লব ঘটিতে আরম্ভ হয়। যে সমাজে ধর্ম্ম-শাসন নাই, সে সমাজস্থ লোকসমূহের আচার ব্যবহারের কোন প্রকার নিয়ম থাকে না—সকলেই যথেচ্ছাচারী হইয়া সমাজে বিচরণ করে। কিসে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে, এ চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কোন্ কার্য্যে সমাজের ইষ্টানিষ্ট ঘটিবে, তাহা কেহ চিন্তা করিতে অবকাশ পায় না। প্রত্যেকেই স্বেচ্ছানুসারে আপনার আপনার সুবিধাজনক কার্য্যসাধনে তৎপর হয়। কিন্তু ধর্ম্ম নিয়মে সমাজ বদ্ধ থাকিলে যথেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে প্রত্যেকেই একই সুনিয়মে বদ্ধ হইয়া একই ভাবে কার্য্য করে। এবম্প্রকারে একতা সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিদান, সুতরাং তদ্দ্বারা সমাজের অশেষ কুশল সাধিত হয়। সমাজকে ধর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ করিলে সমাজের উন্নতি ও কুশল অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মবিধি সমাজের অবস্থার উপযোগী না হইলে তদ্দ্বারা সমাজকে সুনিয়মে অনুশাসিত করা সুকঠিন হইয়া থাকে।

কালের অনতিক্রমণীয় শক্তির অধীন হইয়া সমাজস্থ জনগণ যে ভাবে সমাজকে পরিচালিত করিতে অভিলাষী হয়েন, ধর্ম্ম তাহার প্রতিকূল হইলে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রভাব প্রবল হইলে তদ্দ্বারা আদৌ সমাজকে

শাসন করিতে পারা যায় না। সমাজ যাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত, ধর্ম তদনুরূপ হওয়া বিধেয়। ধর্ম পরিবর্তনশীল হইলেও ধর্মের মূল উৎপাটিত হয় না; কেননা ধর্মে যে অবিনশ্বর সত্য নিহিত আছে, তাহা কস্মিন্‌কালেও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার নয়। ধর্মের আনুষঙ্গিক যে সকল অবান্তর সংসক্তি থাকে, সমাজের অবস্থানুসারে কেবল তাহারই পরিবর্তন হয় মাত্র।

জগতের বাল্যাবস্থায় মনুষ্যের ধর্মের যাদৃশ অবস্থা ছিল, বর্তমানে আমরা তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত না হইলেও মূল একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্ট ধর্মের পরিবর্তনশীলতা পর্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে যে, সমাজের অবস্থা ও গতি অনুসারে ধর্ম নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। যে অবস্থায় রোমান্ ক্যাথলিক মত প্রচলিত হইয়াছিল, সে অবস্থার পরিবর্তন বশতঃ ক্যাথলিক মতের সংস্কার এবং প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার যে অবস্থায় প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়, সে অবস্থার ব্যত্যয় ঘটায় পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত মতের সৃষ্টি হইতেছে। ভারতবর্ষে সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম মতের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপ মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্মেরই সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। ধর্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনোদ্দেশে সংস্কারকেরা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন।

ইউরোপে লুথর যেমন খৃষ্ট-ধর্মের বাহ্যিক কুসংস্কার ও ভ্রমপ্রমাদ বিনাশার্থে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেইরূপ এতদ্দেশেও সময়ে সময়ে ধর্ম-সংস্কারক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যৎকালে বৈদিক ধর্মের পশু-হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের প্রাচুর্য্যে ধর্মনীতি ম্লান হয়, তখন শাক্য সিংহ "অহিংসা পরম ধর্ম" ঘোষণা করেন। যৎকালে অধ্যাপকগণের মুখে নীরস জ্ঞান-মূলক ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, ধর্ম-শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত-সমূহের মধ্যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব আর ব্রাহ্মণবর্গের ধর্মাপেক্ষা অর্থলিপ্সা প্রবল দর্শন করিয়া এতদ্দেশস্থ জনগণের মন বিরক্ত হইয়া উঠে, ঠিক্ তৎকালেই চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রেমমূলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্মমত প্রচার করিলেন। সমাজস্থ লোকের হৃদয় যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম মত ঠিক্ তদুপযোগী হইয়াছিল বলিয়া পূর্বপ্রচলিত ধর্মের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করিয়া অনেকেই এই মত ধর্মে দীক্ষিত হয়েন। তদনন্তর সমাজবাসিগণকে সময়োপযোগী স্বাধীনতা প্রদানে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ধর্মশাস্ত্রের নূতন টীকা কল্পন করিয়া দেওয়ায়, সমাজে বিষমতর বিপ্লবের পরিবর্তে শান্তি বিরাজ করিতেছে। এতদ্দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ হইলে এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইংরাজ-

শাস্ত্রের রাজত্ব সংস্থাপিত হইলে বৈদেশিক ভাবের অনুকরণে লোকের মন সরল ও উদার ভাব পূর্ণ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া উঠে। যে ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধিত হইতে পারে, যদ্দ্বারা ধর্ম্মের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে আয়ত্ত হইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা হয়, আর যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়, এবং সংসারত্যাগী ও সংসারীর জন্ত পৃথক্ বিধি নির্দ্দেশ না করে, এবম্প্রকার ধর্ম্মের প্রতি বর্ত্তমানে প্রায় অধিকাংশ লোকের চিত্ত প্রধাবিত হইয়াছে। এই অভাব মোচনার্থে রাজা রামমোহন রায় সমাজক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জনগণের হৃদয়ের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্র হইতে তদুপযোগী ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক পূর্ব্ব-প্রচলিত মতের প্রতি আর অনেকের অনুরাগ খর্ব্ব হইয়াছে, কেননা তদ্দ্বারা তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। পূর্ব্ব প্রচলিত মত সমগ্র হিন্দুসন্তানের ধর্ম্ম-পিপাসা শান্তি করিতে, কি অভাব মোচন করিতে অসমর্থ হইলেও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তৎসাধনে অসমর্থ নহে, ইহা মহাত্মা চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এবং রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সংস্কারকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সমাজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায়চৌধুরী।

স্মৃতি-উপহার।

সঙ্গীত বিষাদ্ মাখা,
কি গান গাহিব আর ?
হৃদিবীণা তব আজি ছিন্ন ভিন্ন সব তার ॥
জাগাইতে চাহি যদি বিজন অবশ প্রাণ।
খুলেনা বিষাদ মন, থামে না শোকের তান ॥
মধুর কাকলি হরা কুঞ্জলতা উপবনে
ধরেছে শ্যামলছটা, বরষার আগমনে,
কোথা কি আসিবে হায় ! সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়;
তাই প্রাণে সবে যাই ধরিতে পারিনে
তায়।
হিমাচল শিরে এই সুধাংশু-মধুরহাসি
মুছাতে না পারে হায়। এ বাধা হৃদয়-
ব্যাপী,

কি আছে নয়ন ভরে ?
কিবা দিব উপহার ?
কি দিয়ে সাজাব দেব ! হৃদয়ের
প্রীতিহার ॥
বকুলের মালা গেঁথে শৈশবেতে কতবার
পূজেছি ও শ্রীচরণ ডাকি সখা ভুলিবারে ॥
ঝরে গেছে ফুলদল কিবা দিব উপহার ?
অধরের শুকায়ে গেছে প্রাণভরা হাসি
তার ॥
ফুলে গেঁথি মালা গাঁথা আছে শুধু
অশ্রুধার,
তাই দিয়ে পূজিতেছি দেব ! চরণ
তোমার ॥

শুধুই এখন আছে মধুমাখা স্মৃতি-হার।
পূরিব জীবন্ত ভাবে বহি জীবনের ভার।
জগৎ-জননী যিনি, তাঁরি শান্তিময় কোলে
লভিছ বিরাম আজি সব দুঃখজ্বালা ভুলে;
অমরা-সৌরভ আজি ছুটিছে চৌদিকে,
তবুই লভিছ শান্তি জননীর বুকে !!
তাই, আজি ত্রিদিব-প্রাঙ্গণ মাঝে অপেক্ষ দাঁড়ায়ে,
দাও দাও, দুঃখীজনে সুখ শান্তি ছড়াইয়ে।

জীবনের মহাব্রতে শত পরীক্ষা ভীষণ
কাঁপাইতে পারে নাই অই মহা দৃঢ় মন।
হিম-গিরিসম তোমা হেরেছি চির-অটল,
বীরত্ব, তেজের খনি—সিংহসম মহাবল।
আজি ও পবিত্র স্মৃতি পূজি অশ্রুজলে ভাসিয়া,
রাখিব ও দেবনাম হৃদয়পটে আঁকিয়া।
অমৃতের ধারা দেব ! দাও মরতে ঢালিয়া,
শোকতপ্ত প্রাণ যত উঠুক পুনঃ জাগিয়া।*

ঘ।

শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরী।

শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের বড় মধুর সম্বন্ধ; ভক্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবচ্চরণে আপনাকে ঢালিয়া দেন, আর দয়াল প্রভু প্রতি পদবিক্ষেপে ভক্তচিত্তে আনন্দ-রস ঢালিয়া দেন। ভক্ত সেই মধুর রসে আপ্লুত হইয়া জগৎ সংসার বিস্মৃত হইয়া শ্রীভগবানের মধুময় সত্তা সর্ব্বস্থলে অনুভব করেন। ভক্তের সুখের জন্য শ্রীভগবান্ নিয়তই ব্যাকুল। ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের যেমন অনন্ত অনুগ্রহ, অপর দিকে তিনি তদ্রূপ প্রতিনিয়তই তাঁহার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এ পরীক্ষা ভক্ত নিগ্রহের জন্য নহে; যথা মাটি বাদ দিবার জন্য যেমন সোনাকে খাঁটি করিবার জন্য তাপেতে দিতে হয়, ভক্তচিত্ত সম্পূর্ণরূপ নির্ম্মল করিবার জন্যই, তদ্রূপ ভক্তের পরীক্ষা। অতএব বলিতে পারা যায়, ভক্ত-পরীক্ষাও তাঁহার অনুগ্রহেরই রূপান্তর।

ভক্তের সহিত তাঁহার এই পরীক্ষা-ক্রীড়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের পক্ষে ইহা কঠিন হইতেও কঠিনতর, কিন্তু এই কঠিনতর পরীক্ষাও ভক্তগণ প্রসন্ন-চিত্তে কিরূপে গ্রহণ করিতেন, শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইবে।

শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরী একজন পরমভক্ত, কৃষ্ণপ্রেমরসে তাঁহার তনুমন আপ্লুত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি এই ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ

---

* ১০ই জুলাই ভূতপূর্ব্ব অবলাবান্ধব-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনের পবিত্র স্মৃতি-উপলক্ষে।

মাধবেন্দ্র পুরীর (মধ্ব সম্প্রদায়) সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর চিত্ত সতত বৈরাগ্যে পূর্ণ। তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া অবিরত ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। নিজের আহার-চিন্তায় তিনি কখনও চিন্তিত হন নাই, অযাচিত বৃত্তিই তাঁহার জীবনের অবলম্বনীয় ছিল। কেহ উপযাচক হইয়া তাঁহাকে যে আহারীয় প্রদান করিত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। দৈবাৎ এই ভাবে খাদ্য সংগ্রহ না হইলে উপবাস করিতেন। যথা,

"অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস।"

শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে, এ স্থলে তাহার দুই একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল সকল দর্শন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাধাপূর্ব্বক এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটি পরম রমণীয় গোপ-বালক আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধপূর্ণ একটী ভাণ্ড প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি এই দুগ্ধ পান কর, আমি পুনরায় আসিয়া ভাণ্ড লইয়া যাইব।" পুরী বালকের কথামত দুগ্ধ পানপূর্ব্বক ভাণ্ডটী ধৌত করিয়া বালকের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু বালক কোথায়! মাধবেন্দ্র বুঝিলেন যে গোপ-বালক অন্য কেহ নহে, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত অনাহারে রহিয়াছেন, তাই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং ভক্তের জন্য দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপ-বালকরূপে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা মাধবেন্দ্র পুরী স্বপ্নযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন। পুরী বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় সেই গোপ-বালক আসিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর হস্ত ধরিয়া এক কুঞ্জবনে লইয়া গিয়া বলিলেন "আমি এই কুঞ্জে থাকি, এখানে আমার উত্তম সেবার কোন বন্দোবস্ত নাই, তুমি আমাকে কুঞ্জ হইতে উদ্ধার করিয়া সেবার বন্দোবস্ত কর"। যথা,

স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লইয়া গেল হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি বাতাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাড় কুঞ্জ হইতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে।
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ॥
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন" চৈঃ চঃ

বিদ্বান ও শিক্ষিতগণের নিকট এই কাহিনীটি অতিরঞ্জিত বা কল্পিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ভক্তগত-প্রাণ ভগবানের ভক্তের প্রতি এতাদৃশ করুণা একেবারে অসম্ভব নহে। ভক্ত ও ভগবানে যে মধুর সম্বন্ধ, ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞান বিজ্ঞানসাহায্যে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

যখন স্বপ্নযোগে শ্রীপুরী শ্রীকৃষ্ণের

দর্শন পাইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরক্ষণে তিনি কি করিলেন? তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহব্যথায় আকুলপ্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি গোপ-বালক-বেশী শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিতে লাগিলেন। যথা,—

"শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এতবলি প্রেমাবেশে পড়িল ভূমিতে।"

চৈঃ চঃ।

কিন্তু শ্রীভগবৎ-আজ্ঞা প্রতিপালন করা ভক্তের মুখ্য কার্য্য। সুতরাং মাধবেন্দ্র বিরহজনিত বিলাপাবেগ স্বীয় চিত্তকে আকুলিত করিয়া ভগবদাজ্ঞা পালনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। গ্রাম হইতে লোকজন সংগ্রহ করিয়া কুঞ্জ হইতে বিগ্রহ লইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে স্থাপিত করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সেবার পর শ্রীপুরী গোসাঞী আবার স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীগোপালদেব মলয়জ আনিবার জন্য শ্রীমাধবেন্দ্রকে পুরী যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। সে সময় পুরী যাওয়া এখনকার মত আরাম-দায়ক ছিল না। এখনকার ন্যায় তখন রেল, ষ্টীমার ছিল না বা এমন রাস্তাও ছিল না। কিন্তু তথাপি ভক্ত মাধবেন্দ্র শ্রীগোপাল চন্দন চাহিয়েন, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিরাহার ও বিনা কপর্দ্দকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীধামে গমন করিলেন। শ্রীগোপালের সেবার ভার উপযুক্ত শিষ্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া গেলেন।

পুরী যাত্রা কালে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী একদা রেমুনাতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ জীউ দর্শন করিলেন এবং সেবার উত্তম ব্যবস্থা দেখিয়া পূজারীকে গোপীনাথের বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আন্তরিক বাসনা গোপীনাথের সেবা সৌষ্ঠব অবগত হইয়া গোপালকে এইরূপে সেবা করাইবেন। সেবা-প্রসঙ্গ-কালে পূজারী বলিলেন "সন্ধ্যাকালে অমৃত কেলী নামক ক্ষীর ভোগ হয়।" ক্ষীর ভোগ শ্রবণে মাধবেন্দ্রের চিত্তে ক্ষীর প্রসাদ আস্বাদনের বাসনা জন্মিয়াছিল। ইহাতে তিনি নিজের নিকটে নিজে লজ্জানুভব করিলেন। কিন্তু এই বাসনা যে তাঁহার জিহ্বালালসের পরিচয় তাহা নহে। তিনি ভাবিলেন যদি এই ক্ষীরের আস্বাদ বুঝিতে পারিতাম, তবে সুস্বাদু হইলে আমার গোপালের সেবায় এই ক্ষীর ভোগ দিতাম। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গ্রামের বাহিরে গিয়া হাটচালায় একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে আবার ভক্তবৎসল ভগবান (গোপীনাথ) ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য একটি ক্ষীরপাত্র ধড়ার ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন এবং পূজারীকে স্বপ্নযোগে কহিলেন "মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য একটি ক্ষীর পাত্র রাখিয়াছি, মাধবেন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে এই ক্ষীর প্রদান কর।" পূজারী বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া ক্ষীর গ্রহণপূর্ব্বক গ্রামে গিয়া মাধবেন্দ্রপুরীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যথা,—

"ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরী॥"

চৈঃচঃ।

তখন মাধবেন্দ্র নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করিলেন। মাধবপুরী নিজের জন্য প্রতিষ্ঠাশূন্য, কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জন্য ক্ষীর চুরী করিয়াছেন, এ কথা প্রচারিত হইলে তাঁহার প্রতিষ্ঠার অবধি রহিবে না—তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক সমবেত হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি রাত্রে রাত্রে রেমুনা গ্রাম ছাড়িয়া গেলেন।

মাধবেন্দ্র যথাসময়ে পুরী ধামে গমন করিয়া চন্দন সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজার নিকট হইতে পত্র লইয়া ঘাটি দানীর হস্ত এড়াইয়া পুনরায় গোপীনাথ দর্শন মানসে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় চন্দন লইয়া পুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা যে কিরূপ ভয়ানক তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ভক্ত মাধবেন্দ্রের চিত্তে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা বা বিরক্তির ভাব উপস্থিত হয় নাই। গোপাল চন্দন পরিবেন, তিনি এই আনন্দেই অধীর। ভক্ত ভগবানের জন্য অনন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ ভক্তের ক্লেশ সহিতে পারেন না।

বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস শ্রীভগবান্ মাধবেন্দ্রের ভক্তি নৈষ্ঠিকতা বুঝিবার ও জগৎকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে চন্দন আনয়ন রূপ পরীক্ষায় ফেলিলেন। মাধবেন্দ্র প্রেমাবেশে আনন্দোৎফুল্লচিত্তে চন্দন সঙ্গে করিয়া রেমুনায় আগমন করিলেন। এখন রেমুনা হইতে যাইতে হইবে বৃন্দাবন; রেমুনা হইতে বৃন্দাবন বহুদূরে, পথে পথে ম্লেচ্ছ জাতির উপদ্রবের আশঙ্কা। মাধবেন্দ্র বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া চন্দন আনিয়াছেন, ভক্ত-পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, সুতরাং মাধবেন্দ্রের ক্লেশ তাঁহার অসহনীয়। তাই ভগবান্ রেমুনাতে স্বপ্নযোগে মাধবেন্দ্রকে আদেশ করিলেন, "গোপীনাথ ও আমি অভিন্ন, অতএব এই চন্দন গোপীনাথকে দাও, তাহাতেই আমি তৃপ্তি পাইব।"

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর এই পরীক্ষায় বুঝা যাইতেছে ভগবানের জন্য ভক্ত সকলই করিতে পারেন, আর ভক্তের ক্লেশ নিবারণার্থে ভগবান্ সততই ব্যগ্র।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)।

নারী-সুহৃদ্।

রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ বিষয়ে "নিবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তকের" আখ্যায়িকা অবলম্বনে যার যুক্তিবাদ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সহমৃতা হওয়া অপেক্ষা নারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট লোক-প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠতর।

শাস্ত্র সকলের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবর্ত্তকের প্ররোচনা এবং নিবর্ত্তকের

স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিপোষক বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের অকাল বিয়োগে বঙ্গ-ভাষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। আমরা ইঁহাকে হারাইয়া বিশেষ মর্ম্মব্যথা ও শোক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি বাল্যকাল হইতেই আমাদিগের সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুকালাবধি তাঁহার লেখনী দ্বারা বামাবোধিনীর বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সরল মিষ্ট সাধু স্বভাব দেখিয়া তাঁহাকে একালের লোক বলিয়া আদৌ মনে হইত না। অথচ সেই সঙ্গে তাঁহার এরূপ স্বাধীনতা, তেজস্বিতা ও অদম্য উৎসাহ ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, প্রাণ মন ঢালিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া আপনার দৃঢ়নিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ।

রজনী বাবু ঢাকার তেওতা গ্রামে ১২৫৬ সালের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত। তাঁহার ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি এরূপ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন যে, তাহাতে জীবনের আশা ছিল না; ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি অর্দ্ধবধির হইলেন। তাঁহার বধিরতা তাঁহার বিদ্যোন্নতি ও অনেক কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি স্বাভাবিক মেধা, ধীরতা ও অধ্যবসায় দ্বারা আত্মোন্নতিসাধনে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আদিম হিন্দুহোষ্টেলের একজন অধিবাসী হইয়া তিনি সকলেরই আদর-ভাজন ছিলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই রজনীকান্তের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হয় এবং তাঁহার সমগ্র জীবন তিনি ইহারই সেবাতেই যাপন করিয়াছেন। অনন্যকর্ম্মা হইয়া একমাত্র বঙ্গসাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহাতেই দেখিতে পাই। এজন্য তিনি চিরস্মরণীয় এবং অনেক সাহিত্য চর্চা-কারীর অনুকরণীয়। বঙ্গসাহিত্য অনুশীলন-ক্ষেত্রে এবং ইহার কর্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, ইহা যাঁহাদিগের ধারণা, তাঁহারা রজনীকান্তের জীবনী বিশেষরূপে আলোচনা করুন। ইনি সাবালকাবস্থায় সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া যেমন মাতৃ-ভাষাকে পোষণ করিয়াছেন, সেইরূপে আত্মপরিপোষণেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইনি কলিকাতায় সপরিবারে দীর্ঘকাল

গানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একটী ছাপাখানা করিয়াছেন এবং পুস্তকের আয়ে পরিবার পালনের উপায় করিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র্যপথে থাকিয়া লেখনী চালনা দ্বারা এরূপ সাংসারিক উন্নতি সাধন করা কত প্রশংসনীয়!!

রজনী বাবু ছাত্রাবস্থাতেই অনেক চরিত পুস্তক লেখেন এবং তদ্দ্বারা যশস্বী হন। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আর্য্যকীর্ত্তি, সিপাহীযুদ্ধ, জীবচরিত, নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ, বীরমহিমা ও প্রতিভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠার্থেও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, বিশুদ্ধ ও ভাবপূর্ণ। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকই তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ ও কাব্যানুরাগের পরিচায়ক। রজনী বাবু অনেক সাময়িক পত্রিকায় লিখিতেন। সাহিত্য পরিষদ সভার একজন সভ্য থাকিয়া কয়েক বৎসর ইহার মুখপত্র পত্রিকা সম্পাদন করেন এবং এই পরিষদের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

রজনী বাবু উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও অতি বিশুদ্ধ ও মহৎচরিত্রের লোক ছিলেন। এইজন্য তিনি সাধারণের আদরণীয় ও পূজনীয়। এ দেশে এইরূপ লোকের এখন অধিক প্রয়োজন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামত।

ইণ্ডিয়ান উইটনেস নামক খ্রীষ্টান পত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা মহাত্মনের যে মত সংগ্রহ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

১। যাহারা যুদ্ধের পক্ষ সমর্থন করে, তাহারা খ্রীষ্টের সুসমাচার অবজ্ঞা করে। —ইরাসমস্।

২। যুদ্ধ জাতীয় নাস্তিকতা, ইহা খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে।—ব-লো।

৩। আমরা যেরূপ করিয়া ভাবি না কেন, যুদ্ধ পাশবিক ও নিষ্ঠুর ব্যাপার।—গর্ডন।

৪। যে সকল লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস উজ্জ্বল, তাহাদের যোদ্ধা হইবার কোনও প্রয়োজন নাই।—ওয়েলিংটন।

৫। মনে কিসে রৌদ্রে যুদ্ধে প্রতি রবিবার,
কিবা প্রয়োজন আছে গির্জ্জাতে যা'বার?
যুদ্ধ আগ বল আর কাটি নরগণ,
কৃষকেরা শস্যক্ষেত কাটয় যেমন।—লাউয়েল।

৬। যুদ্ধ যখন নির্দ্দোষ, তখনও তাহাকে নরহত্যার একটী বৃহৎ দল বলিব।—পার্কার।

৭। যুদ্ধ অখ্রীষ্টীয়, কিন্তু আমি কালিকার

খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজ সকলের ইহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার সাহস নাই।

৮। শান্তির রাজা যিশু খৃষ্ট মানবমণ্ডলীকে যে পথ হইতে ফিরাইবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেই পথে জনসাধারণকে লইয়া যাইবার জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সমাজের মহা কিদ্।—ডিনচার্চ্চ।

৯। খৃষ্টানেরা জগতের সমক্ষে যুদ্ধের উপকারিতা বর্ণনা করিয়া নরক-রাজকে কি সাহায্য করিবে?—জন ওয়েস্‌লি।

১০। যুদ্ধ অমঙ্গল নিবারণের ঔষধ নহে, কিন্তু ইহা নিজে মহা অমঙ্গল, ইহার নিবারণের ঔষধ চাই।—সেণ্ট এমস্।

১১। যুদ্ধ দোষীদিগের পরিবর্ত্তে নির্দ্দোষীদিগের শিরশ্ছেদন দণ্ড বিধানের একটী বিরাট কৌশল।—এমেরিকান্।

১২। ব্যক্তি বিশেষ যাহা করিতে পারে না, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা করা বৈধ, আমরা এই মতের সমূলে উৎপাটন করিব।—দেঙারমন্।

১৩। আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ে জীবন কাটাইয়াছি এবং আমি রোমান, কিন্তু এখন আমি খৃষ্টান হইয়া যোদ্ধার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছি।—আদিম চার্চ্চের টের্‌টুলিয়েন্ [?] সাক্ষ্য।

১৪। অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত বিবাদ মিটাইতে যাহারা অক্ষম, সেই সকল অন্যায়াচারী লোকদিগের সংখ্যা যত অধিক, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক।—রস্কিন।

১৫। অস্ত্র-সুরক্ষিত ইহুদী প্রধান-পুরোহিতকে খৃষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে কেন আঘাত কর?" বর্ত্তমান সময়ের বাহ্য সজ্জা-রক্ষিত সমাজের প্রতিও এই প্রশ্ন প্রযুজ্য।

১৬। সৈন্য রক্ষার বিরুদ্ধে সাধারণ মতের মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি সাধারণের মত সৈন্যদিগের অপেক্ষা বলশালী। মত সকল যদি সত্য এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অবশেষে পদাতিকদিগের সাঙ্গিন, গোলন্দাজদিগের অগ্নিবৃষ্টি এবং অশ্বারোহীদিগের সবেগ আক্রমণের উপরে জয়যুক্ত হইবে।—লর্ড পামারষ্টন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। Haddon's Diary Printers' Guide—বিলাতী এই সুন্দর পুস্তকখানি উপহার পাইয়া আমরা যার পর নাই কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ইহাতে দৈনন্দিন লিপি লিখিবার যেমন সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তেমনি ছাপাখানার জন্য যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক, তাহা সবিস্তর বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা এ জাতীয় পুস্তকের আদর্শস্থানীয় এবং প্রত্যেক ছাপাখানায় থাকা আবশ্যক।

২। স্বাধীনজীবিকা, মাসিক পত্রিকা —শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই পত্রিকা খানি নূতন ধরণের এবং ইহা দ্বারা বর্ত্তমান সমাজের বিশেষ অভাব মোচন হইবে আশা করিয়া ইহার অভ্যুদয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে জাতিতালোক, ভারতে কাগজের কল, দেশী মোজা, স্বাধীনবৃত্তি ও কৃষি, রেশমের চাষ এই কয়েকটী প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ আছে, নানা কথার মধ্যে যে সকল সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অল্প সংশোধনে অনেক কাজে লাগিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

৩। কর্ম্মফল—শ্রীশরৎচন্দ্র বড়ুয়া-প্রণীত। পাপ কর্ম্মের কিরূপ দণ্ড এবং সাধুকর্ম্মের কিরূপ পুরস্কার হয়, তদ্বিষয়ে একটী সুন্দর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সদুপদেশ পূর্ণ।

নূতন সংবাদ।

১। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এখনও সেবাকার্য্যে তাঁহার পূর্ণোৎসাহ। দক্ষিণ আফ্রিকার নর্সিং (সেবা) ফণ্ডে তিনি ১০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

২। সম্প্রতি দুইটী মহামতি মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। (১) মৃত মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের পত্নী বিবি গ্লাডষ্টোন, ইনি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল স্বামীর দক্ষিণ হস্ত হইয়া সকল শুভ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। (২) বিবী হেজেল, ইনি ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িত বন্ধুগণের জন্য একটী ফণ্ড স্থাপন করেন, দরিদ্র দুঃখীদের জন্য স্বদেশ আমেরিকার আবাস গৃহ সকল নির্ম্মাণ করেন এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

৩। চিন অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের লক্ষ্য। এখন রুসিয়া, ইংলণ্ড, জর্ম্মণি ও ফ্রান্স জাপান ও আমেরিকার সহিত চিন সাম্রাজ্য জয় ও বিভাগ করিয়া লইবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন। চিনে বিদ্রোহ, অরাজকতা, মহা বিপ্লব ও বিষম গণ্ডগোল। চিনের বহু সহস্র লোক স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঘটনা স্রোত কোথায় গড়াইবে কে জানে?

৪। ইংরাজগণ অতুল সাহস ও পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্যের কেন্দ্র সকল দখল করিয়াছেন, কিন্তু বোয়ার সৈন্যগণ পরাজয় স্বীকার না করিয়া আত্ম-গোপন করিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। ইহাতে বোয়ার যুদ্ধের শেষ হইয়াও হইতেছে না।

৫। আশান্টির বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া আছে এবং কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য ও সেনাপতিকে নিহত করিয়া অনেককে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন?

৬। গত ২৯এ জুন কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণার্থে কতক গুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন এবং তাঁহার ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

৭। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, অন্ধ কবি বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ ষ্টেট সেক্রেটারী মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনের উদ্যোগে ইহা হইয়াছে, এজন্য তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ।

৮। বুয়ার বন্দীগণ সিংহল দ্বীপে পৌঁছিয়াছে।

৯। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় একজন ভারতবাসী চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি লাহোর কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বালক রাম।

১০। ভারত গবর্ণমেন্ট বার্ষিক শত করা ৩৷৷০ টাকা সুদে ৩ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণার্থ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ২০ বৎসরের মধ্যে ইহা পরিশোধ করিবেন না।

১১। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ইংলণ্ডে ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতের ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষাদি বিষয়ে অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ ও দেশের কল্যাণ সাধনের সহায়তা করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগত। এরূপ দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি দেশস্থ সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ।

১২। এবৎসরকার বি এ পরীক্ষায় কিশিরাম পালিত সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ঈশান ছাত্রবৃত্তি ৫০৲ টাকা পাইয়াছেন। দ্বিতীয় স্থানীয় পুরুষ বি এ অপেক্ষা ইঁহার স্থান অনেক উচ্চতর।

বামারচনা।

পরমেশ!

তোমার সন্তান হ'য়ে কেন এত কষ্ট পাই?
তব কি বাসনা জান, তাহাই শুনিতে চাই।
এত দিন বুকে বেঁধে পালন ক'রেছ মোরে,
এবে কি ছাড়িয়া গেলে ফেলিয়া বিপদ ঘোরে?
এত দিন কোলে কোলে কাছে কাছে রাখিয়াছ,
এবে কি বিপদ দেখি একেবারে ছাড়িয়াছ?
যা ব'লেছি তা শুনেছ আমায় দিয়েছ দেখা,

কে বল কোথায় আছে এমন সুন্দর সখা?
পলকে ব্রহ্মাণ্ড গড়, পলকেতে ভেঙ্গে দাও.
করুণাসাগর তুমি করুণা কটাক্ষে চাও।

শ্রীমনুজা সুন্দরী দাস।

আবাহন।

কে তুমি স্বপ্নের রাণী
আসিতেছ ধীরে ধীরে,
সোণালী আঁচলখানি
লুটায়ে শিশির শিরে।
পাখীরা মধুর স্বরে
তব আগমনী গান,
চাঁদের চুমার সাথ
আপনিই বহমান!
বিকশিত নানা ফুল
মেখেছে পরশে তব,
সকল উদ্যানকুল
করিয়াছে পরাভব।
ভুলিয়া আমার বাঁশী,
তোমার ললিত তান,
উঠায়ে আবার হাসি,
আবার রচি এ গান!
ঝ'রে গিয়াছিল হায়।
বিকচ কুসুমাবলী,
এ প্রাণের পুনরায়
ফুটিল নূতন কলি!
আবার আইল আশা
নিরাশ এ হৃদয়েতে,
বাঁধিয়া নূতন বাসা
প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়!
কে তুমি তা নাহি জানি,
জানিনা কাছে কি দূরে,
তবু ডাকি, এস রাণি,
এস এ অধম পুরে!
তোমার স্নেহের হাসি
আঁধারে আলোক দেয়;
তোমার মোহন বাঁশী
প্রাণের জড়তা নেয়!
তুমি এসে মালা গেঁথে
মায়ের প্রসূনে খুঁজি,
মন-ফুলে বন-ফুলে
দয়ার ঠাকুরে পূজি!
তাই বলি, এস রাণি,
জানিনা কাছে কি দূরে,
তবু ডাকি, এস রাণি,
এস এ অধম পুরে।

শ্রীসুভাষিণী দেবী।
বিক্রমপুর, শঙ্করার বান্ধব পুস্তকালয়।

তারা।

একাকী গগনের কোণে
কেগো তুমি রয়েছ চাহিয়া?
সাজসজ্জা হীন ক্ষুদ্র দেহে,
প্রভা যেন পড়ে উছলিয়া।

কি এক অপূর্ব্ব মধুরিমা,
খেলিছে ও আননেতে মরি ?
বল বালা বল সত্য করি,
তুমি কিগো অমর-কুমারী ?
প্রভাতের তপনের সাথে,
বাঁশী-রব মধুর যেমন,
তোমার ও শুভ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ,
তেমতি গো মানস-মোহন !
দলে দলে তারকারা ওই,
শশি-পাশে করিতেছে খেলা,
তুমি একা বিজনে বসিয়া,
কি ভাবিছ বল না গো বালা ?
সুবিমল অনন্ত আকাশ,
নীল দেহ ঢাকা জোছনায়,
তার মাঝে শুভ্র ওই তনু,
আহা মরি কত শোভা পায় !
নাহি হেন জগত ভরিতে—
নাহি আছে কোন আভরণ।
তবু হায় ! স্নিগ্ধ ওই জ্যোতিঃ,
চুরি করে সকলের মন।
শুন কবি তারকা বালিকা,
আমিও এমনি ভাবে হায় !
একদিন হাসিতাম সখি,
মাতৃ-রবি-গগনের গায়।
আমারো এ মনে ছিল আগে
তোমারি মতন মধুরিমা,
এক দিন আমিও ছিলাম,
সকলের স্নেহের প্রতিমা।
তুমি বালা দেবতার মেয়ে,
চির দিন স্বস্থানে রও।
আমাদের মত মানবের,
বশীভূতা তুমি কভু নও।
তাই আমি তোমার কাছেতে,
এসেছি জুড়াতে দুখ জ্বালা।
যেন নিষ্ঠুরতা ক'রে তাই,
এ মনে করো না অবহেলা।

নি, বা.

ঊষার কোকিল।

ঊষার রক্তিম রাগে উজলিছে ভবধাম,
বহিছে সুরভি বায় !
এ মধু মুহূর্ত্তে মাতি মধু মাখা পিকরাজ
কলকণ্ঠে মধুগীত গায়। ১
জাগিল সুষুপ্ত বিশ্ব বৈতালিক গানে,
নাচে সুখে দিগবধূ চয় ;
কি জানি কি যাদু মন্ত্রে মাখা ওর
গানখানি,
মুগ্ধ করে ভুবন আত্মায়। ২
নন্দন বনের চারু কল্পতরু শাখা ছাড়ি
কেন এলে হেথা পিকরাজ !
হলাহল ভূলোকে তুমি ছড়াতে অমৃত বারি
আসিয়াছ এই ধরামাঝ ? ৩
গাহে কিবে বিহঙ্গম অবনীতে ধরে তব
এ যে ঘোর পূতিগন্ধময়।
মন্দার কুসুম বাস সেথা বায়ু বহে নিতি
সুপবিত্র অমর আলয়। ৪
নাহি সেথা কপটতা নৃশংসতা ঘোর শোক,

মন্দাকিনী ধারে বহে যাও।
কথায় ত্রিদিবনাথ দেবেন্দ্রাণী সহ যিনি
সুখে দিবা যামিনী কাটায়।
অমর-বাঞ্ছিত সেই বৈজয়ন্ত ধাম যথা,
সেথা গিয়ে কুহু কুহু গাও;
অমরের দল তুমি, কেন এ মরতে থাকে?
সুখের সদনে চলি যাও। ৬

মাঝে মাঝে অবনীতে এসে, সুধা ঢেলে যেও
পাপদগ্ধ মানব জীবনে,
বিষদিগ্ধ বিধাতার সুখে প্রাণ ভরে গেও,
যাতাই ও সুধা বিধানে।

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী।

বিশ্ব-কাব্য।

তুমি কি রচিবে কাব্য কবি!
অবাক্ হইয়া দেখহ শুধু
অতুল বিশ্ব ছবি।
যে মহা কাব্য রয়েছে লেখা
অনন্ত নভঃ পটে,
যে মহা কাব্য অঙ্কিছে সুধা
অযুত শিশু পটে।
জলদ জলধি, গিরি বন নদী
বন উপবন নিত্য নিরবধি
যে মহা সৌন্দর্য্য ঢালে,
কত মধু তুমি করিবে যোজনা,
কত গীত তুমি করিবে ঘোষণা,
কত অর্ঘ্য দানে করিবে বন্দনা,
কবীন্দ্র-চরণতলে?
ধাম ধাম করি রাখ কীর্ত্তি তুমি,
দূরে ফেলে দাও উপমার ঝুলি,
দেখ চেয়ে শুধু হৃদয়ে উজলি
বিশাল কাব্য লেখা।
আলোক আঁধারে মধুরে ভীষণে
শত চিত্র ফুটি লক্ষ বরণে,
শত উপদেশ বিভূতি সকাশে,
কেবল রয়েছে আঁকা।
জগত সুষমা নিত্য পরকাশি,
কৌতুক রহস্য রাশি পাশাপাশি,
মানব সকাশে তুলিতেছে হাসি—
সুকুমার রস ভরা!
কখনও প্রকৃতি ভীষণা বারুণী
জগতের সুখ লইতেছে শুষি,
ঘোর বিভীষিকা পূর্ণ দশ দিশি,
সভয়ে কাঁপিছে ধরা।
অগ্নি-বুক কত দুর্জ্জয় লেখা,
কত প্রতিকৃতি ধরণীতে আঁকা,
কত বা গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে মাখা,
জগতের শিক্ষা তরে।
অনলে পতঙ্গ যাইছে পুড়িয়া,
ভোগ-সুখে জীবে সদা নিবারিয়া,
বাঁচাতে অপরে আপনি মরিয়া,
ডাকিছে আকুল স্বরে।
মহীরুহ চর পদার্থ ডিয়ায়
সুদীর্ঘ জীবন কেমনে কাটায়,

স্বার্থ বিসর্জিতে মানবে শিখায়
কত ছায়া বিধানে,
সারলো সুন্দর সুনির্মল নদী
মানব পরাণে অমৃত বরষি,
জগতে অতুল "সরলতা" বোধি
নিযুক্ত সাধনা যানে।
আপনার তেজে বিশ্ব চরাচর
প্রভাকর করি উজ্জ্বল সুন্দর,
মানবেরে শিক্ষা দেয় নিরন্তর
তেজেরে করিতে পূজা ;
ত্যজি শৈল-কায়া উদ্দাম গমনে
ধাইতেছে নদী প্রেম অন্বেষণে,
জগতের বাধা কিছু নাহি মানে,
সে দৃশ্যে যেতেছে বোঝা ;
ঘোর অমানিশা ভীষণতাময়,
নিজ দেহ নিজে নাহি নিরখয়,
পাপ পথ নিত্য তেমনই হয়
অন্ধ আলোক-হীন ;
মহা কালনিশা বেড়িয়াছে তাকে,
আপনার পথ আপনি না দেখে,
ধায় তেজে যায় পতনের মুখে
নরকের জ্যোতি ক্ষীণ।
চির সচঞ্চল বায়ু বেগবান্
যেখানে অভাব সেথা বহমান,
জগতে প্রচারি উৎসাহ উদ্যমে
প্রাণরূপে সুপ্রকাশ।
সময়ের স্রোত জীবনেশে ধায়,
একবার গেলে ফিরিয়া না চায়,
জীবের জীবনে নিত্য প্রকটিত
এ মহান্ সত্য ভায়।
মহান্ প্রকৃতি নিয়মেতে বাঁধা,
কোটি কল্প কাটে এক ভাবে সদা—
রয়েছে শিখাতে নিয়মাধীনতা
বিশাল আলেখ্য ধরি।
সত্ব রজ তমঃ রসের পিছনে,
আলোক আঁধার রয়েছে কেমনে,
এ মহা কাব্যের উজ্জ্বল লেখনে
নিয়ত লিখিত ধরি !
আলোকের পিছু আলোক ধাইছে
আঁধারের পিছে আঁধার জাগিছে
আশার পশ্চাতে আশা।
আলোক চাহিলে আলোক সে পায়,
আঁধার সেবিলে আঁধার গ্রাসয়,
ধর্মের নিবৃত্তি সদা জ্যোতির্ময়,
দুষ্কৃতি অধম-দশা।
অজ্ঞান মানব বিপথেতে চলি
নিয়ত যাইছে, সদা পথ ভুলি,
এ মহান্ শাস্ত্র জ্ঞান জ্যোতিঃ ঢালি
ঘুচাইতে অন্ধকার।—
—প্রকাশিত সদা জগত মাঝার,
হে কবি ! হৃদয়ে তাহাই নেহার,
ক্ষুদ্র কাব্য ছাড়ি মহাকাব্য পড়
টুটিবে মোহ আঁধার।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়,
হায়দরনগর।

বাসনার ফুল।

পবিত্র সলিলা গঙ্গে! তোমার লহরী কূলে
কি মোহ স্বপনে তোর ফুটেছে বাসনা ফুলে!
শীকর সম্পৃক্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে যায়,
তরু ফুল গন্ধ ল'য়ে বেলায় ললিত কায়।
অষ্টমীর চন্দ্রমা উদিত গগন কোলে
তরল কিরণ ধারা ঢালিয়া জাহ্নবী-জলে।
প্রকৃতি ধবল বাসে অঙ্গখানি আবরিয়ে
কি মনোমোহিনী বেশে রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে।
নিবিড় কুন্তলরাশি বিলম্বিত পৃষ্ঠ পরে,
ফুটেছে মধুর হাসি প্রফুল্ল কুসুমাধরে।
তরু কোলে ফুল রাশি হাসে মুখে মৃদুহাসি,
ফুটেছে সোনালি চাঁদ কিবা রূপ পরকাশি!
শুধু মুখ খানি তুলে চেয়ে আছে কার পানে?
কত আশা ভালবাসা ভরা ওই ক্ষুদ্র প্রাণে।
বিলাসে প্রকৃতি-সনে মেতেছে বাসনার মন,
গাঁথিছে বাসনা(ফুলে) কি স্বর্ণ মালা মনোহর!
উষা নিশা পরশনে জানে কি অবোধ বালা,
এত প্রেম ভালবাসা এ চারু বাসনা মালা—
সকলি বিফল হবে, সাধের বাসর ঘর,
শূন্যে শূন্যে মিলাইবে, ভাঙ্গিয়ে হৃদি পঞ্জর।
কি মহান্ দৃশ্য-চারু বিশ্বে কি উদার ভাব,
জল স্থলে নভস্থলে হইয়াছে আবির্ভাব!
নিরখি ভগ্নের মন কি অপূর্ব হৃদয় ছায়া,
কি মোহ বসনে আঁটা বিশ্ব চরাচর কায়া!
হৃদয় আকুল করি কত চিন্তা অবিরত
উঠিতেছে পড়িতেছে তটিনী স্রোতের মত,
জেগে জেগে উঠিতেছে কতই মোহের ভুল,
ধীরে ধীরে ফুটিতেছে কত বাসনার ফুল।

শ্রীতরঙ্গিণী দাসী,
বনফুল রচয়িত্রী।

অসার।

নিশার তুষার উপরে অরুণ-কিরণ—
ঝরি যদি কি মাধুরী করিল ধারণ!
দেখিতে দেখিতে তাহা
শুকাইয়া গেল আহা!
কাঁদে যেন সেফালিকা হাসিল না আর!
অচিরে সে সুষমায়
উষায় পাইল লয়,
তখন এ জীবন এমনি অসার।

শ্রীম—দেবী।

** বামা-রচনা হস্তে অনেক থাকাতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি দেওয়া হইল। লেখিকাগণ নিরাশ হইবেন না। যে গুলি প্রকাশ-যোগ্য, ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। বা. বো. স।

আলোচনা করিয়া থাকেন। অনেকেই এইরূপ অনুমান করেন যে, মহিলাগণ বিদ্যাভ্যাস করিয়া বাবুগিরি শিক্ষা করিয়াছেন, আলস্যপ্রযুক্ত দুর্ব্বলতা ও রোগের আধার হইতেছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে, দীনদুঃখীদিগকে দান করিলে— অতিথি অভ্যাগত, রোগী ও বিপন্নদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিলে পরলোকে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়াই তাঁহারা ঐ সকল পুণ্য ব্রত পালনে যত্নবতী নহেন। তাঁহারা গুরুজনদিগকে অবহেলন ও তাঁহাদিগের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন, এবং সময়ে সময়ে পতির প্রতি অযৌক্তিক প্রকাশপূর্ব্বক মর্ম্মপীড়াজনক বাক্যশেল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। গৃহকর্ম্মে যত্নবতী না হইয়া তাস পাশা খেলা, বৃথালাপ ইত্যাদি অশেষবিধ বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বেশ বিন্যাসই একমাত্র সাংসারিক কর্ম্ম। এইরূপে তাঁহারা স্বাভাবিক কোমলতা ও পবিত্রতা হারাইয়া বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তস্থল হইতেছেন।

উপরিলিখিত গুরুতর অভিযোগ সকলের মধ্যে কতক সত্য আছে, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অসার বহু বিদ্যা শিক্ষাই ইহার ভিত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। সামান্য গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে এবং সুনীতি ও সুশিক্ষা অভ্যাস হয় না।— আশৈশব পাঠাভ্যাস ও সূচীকর্ম্ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, পরন্তু গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না; সুতরাং মহিলাগণ গৃহকর্ম্মে অপটু থাকেন।

প্রকৃত কথা কি? সত্যের অনুরোধে বলিতে হইলে পিতামাতা ও পতির দোষে অধুনা হিন্দুমহিলাগণ এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থাপন্ন হইতেছেন। সাধের সংসার উৎসন্ন যাইতেছে। পিতামাতা আদর করিয়া কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। কন্যা "নূতন পাঠ" পড়িতে শিখিয়াছে, পাঁচে একে ছয় গণনা করিতে শিখিয়াছে, কার্পেটে ফুল তুলিতে পারে, শ্লেটে ছবি আঁকিতে পারে, তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। কখন কন্যাকে বিবিধ পোষাকে কখনও বা নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন; পরন্তু স্নেহ বশতঃ গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা দিতে বিরত থাকেন। পরে দেশীয় রীত্যনুসারে কন্যাকে কোনও শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সুশিক্ষিত যুবা (১) রোজালিন্দ ও সেলিয়া (Rojalind & Celia), (২) মিরান্দা ও ফার্ডিনান্দ (Miranda & Ferdinand), (৩) হামলেট ও অফিলিয়ার (Hamlet & Ophilia) প্রণয়সূচক কথোপকথন, (৪) কখন পিশাচরূপিণী সুন্দরী ক্লিওপেট্রার সর্পবৃত্তান্ত, ইত্যাদি নানাপ্রকার কাব্যালঙ্কার পাঠ করিয়া নব প্রণয়িনীকে কখন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের শকুন্তলা, কখনও বা কাদম্বরী, কখন বা ভবভূতির

ইন্দুমতী মনে করিয়া কতই না আদর লালিত করিয়া থাকেন। পরন্তু তাঁহাকে গৃহধর্ম্মে দীক্ষিতা না করিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথাযোগ্য আয়োজনাদের পূজা ও সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন বধূমাতাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে শিক্ষিত পুত্র প্রাণে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন রীতি নীতির উপর অযথা দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

পত্নী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং শিক্ষিত নবযুবকও উপার্জ্জনশীল হইলেন; বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পৃথক্ করিয়া দিয়া স্ত্রী একমাত্র গৃহকর্ত্রী হইলেন। পত্নীর সেবার জন্য দাস দাসী নিযুক্ত হইল, পতি হুকুমে হাজির আছেন, দাসত্ব-খতে দস্তখত দান স্বাক্ষর করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে করতলগত করিয়া অধীনতা নিগড়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে যত্নবতী হইলেন। তথাপি বঙ্গরমণীগণ অধীনা অবলা! এ কলঙ্ক অপনোদিত হইবার নহে। আজকাল পরিবারে ও হিন্দুপরিবার মধ্যে নিরক্ষরা মহিলাগণকেও স্বামীর বশবর্ত্তিনী দেখা যায়। শিক্ষার দোষেই যে এইরূপ সংঘটনা হইতেছে কেবল তাহাই নহে, কালমাহাত্ম্য ও সভ্যতার প্রভাবও আছে। কালের কুটিল গতি অবধারণ ও নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

বঙ্গমহিলাকে বিদ্যাশিক্ষা ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা একসঙ্গে প্রদান করা বিধেয়, নচেৎ তাঁহারা চিরকাল গৃহকর্ম্মে অপটু থাকিবেন এবং শান্তির ও সুখের সংসারকে বিষাদে পরিপূরিত করিবেন।

স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী; স্ত্রী ধর্ম্মপ্রাণা হইয়া পতির সহিত একপ্রাণা হইবেন এবং ধর্ম্মের উদ্দেশে সংসারধর্ম্ম পালন করিবেন। সংসারকে ধর্ম্মের সংস্কার করিতে হইলে—

প্রথম সোপান দীক্ষা।

অতএব প্রিয়তমে! তুমি গৃহকর্ম্মে সুপটু হও; প্রাচীন সুরীতি ও সুনীতি পালনে যত্নবতী হও, দীন দরিদ্রদিগকে দয়া করিতে ও বিপন্নকে আশ্রয় দান করিতে শিক্ষা কর। অতিথি অভ্যাগত জনের সেবা কর, কায়মনোবাক্যে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন কর। সীতা সাবিত্রীর কার্য্যকলাপ অনুসরণ করিয়া সতীত্ব-মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া সংসার-সুখ আস্বাদন কর। গুরুজনদিগকে ও পিতামাতাকে সম্মান ও সেবা কর। তুমি গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা, যদি তুমি অপটু হও, সুখের সংসার যে দুঃখময় হইবে। তোমার অপ্রিয় সম্ভাষণে সংসার ও জীবন শ্মশানস্বরূপ হইবে। তুমি শান্তিময়ী হইলে আমার সাধের সংসার শান্তির আগার হইবে। প্রিয়তমে! হিন্দু-রীতি নীতি সযত্নে রক্ষা করিতে শিক্ষা কর, তোমার দৃষ্টান্তে হিন্দুপরিবারের মুখ উজ্জ্বল হউক।

প্রথমতঃ তোমাকে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইবেক। কথঞ্চিৎ জ্ঞান-লাভ না করিলে সংসারে কোনও উপকার

দর্শাইবেক না। সাধারণ বিদ্যা শিক্ষায় জ্ঞান লাভ হয় না, যে সমুদয় পাঠ অভ্যাস করিবে, সম্যক্ বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইবে।

ফুলমালা।

(৪২৬ সংখ্যা—১৪ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে প্রণয়ীযুগল শাস্ত্রমতে বিধিপূর্ব্বক পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইল। উভয়ের ঈপ্সিত ধন উভয়ে প্রাপ্ত হইল; রাধাকিশোরের আশায় ছাই পড়িল। তিনি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, মর্ম্মাহত ও অপমানিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রচণ্ড বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তিনি শিকারভ্রষ্ট ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বিবাহের প্রধান উদ্যোগী তর্কালঙ্কারকে ডাকাইলেন। তর্কালঙ্কার মনে ভয়, মুখে সাহস দেখাইয়া, রাধাকিশোর বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাধাকিশোর বাবু কুপিত স্বরে কহিলেন,—

"তর্কালঙ্কার! তুমি জুয়াচুরি করিবার লোক আর পাও নাই বটে?"—

(যোড় হস্তে) আজ্ঞে—হুজুর আমার অন্নদাতা—হুজুরের ভাণ্ডার হতে প্রত্যহ উদর পূরণ করিতেছি—আর হুজুরের সঙ্গে—

(গম্ভীর স্বরে) তবে এমন হ'ল কেন?

আজ্ঞে—এ সমস্তই সেই বজ্জাত রামশঙ্করের কাণ্ড।

হুঁ-উঁ-তা আমি বুঝেছি। এক্ষণে উপায়?

আজ্ঞে—উ-পা-য় উপায়—প্রভু যখন আছেন, তখন একটা যাহা হউক অবশ্যই হইবে।

কি বল দেখি?

আজ্ঞে—ব'লব আর কি?—ছলে, বলে, কৌশলে, যেমন ক'রে হউক ফুলিটাকে আন্‌তে হবে।

তা শীঘ্র শীঘ্র আন।

আজ্ঞে, অদ্যই আমি লোক নিযুক্ত করেছি—আপনার ত আর টাকার অভাব নাই—ভাবনা কিসের?

বাটীর লোকে আহারান্তে নিদ্রিত। রৌদ্র ঝম্ ঝম্ করিতেছে। রাস্তা ঘাটে লোকজন বড় অধিক যাতায়াত করিতেছে না, এমন সময়ে সহসা রামশঙ্করের বাটীতে একজন চুড়ীওয়ালী প্রবেশ করিল। সে "মা ঠাকুরণ! চুড়ি নেবে গো" বলিয়া চেঁচাইলে, ফুলমালা হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। চুড়িওয়ালী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—

"এই যে মা ঠাকুরণ, ভাল চুড়ি আছে, নেবে না?"

কই দেখি।

চুড়ীওয়ালী চেঙ্গারি হইতে এক যোড়া চুড়ী বাহির করিয়া কুলমালার হাতে দিল। কুলমালা চুড়ী যোড়া হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে, এমন সময় একজন প্রতিবেশিনী একটী মেয়ে কোলে করিয়া বেড়াইতে আসিল। সে কুলমালার হাতে চুড়ী দেখিয়া কহিল—"কুল! এ চুড়ী লইও না, এ ভাল নয়।" কুলমালা আস্তে আস্তে চুড়ী যোড়া বিক্রেতার চুপড়ীতে রাখিয়া দিল। চুড়ীওয়ালী আর এক যোড়া চুড়ী বাহির করিয়া কুলমালাকে বলিল, "মা ঠাকুরণ বস, আমি এই চুড়ী যোড়াটী আপনার হাতে পরাইয়া দেই, কেমন দেখায় দেখ দেখি।" চুড়ীওয়ালী কুলমালার একখানি হাত লইয়া, এক গাছি এক গাছি করিয়া চুড়ী পরাইতে লাগিল, আর কুলমালার হাতের অঙ্গুলের নানাবিধ প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনীর কন্যাটী কাঁদিয়া উঠিল, তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। চুড়ীওয়ালীর বিশেষ সুযোগ হইল, সে যাহা খুঁজিতেছিল, তাহাই ঘটিল। সে চুড়ী পরাইতে পরাইতে গল্প জুড়িল, "অমুক বাড়ীর কর্ত্তার মেয়েটীর গায়ে এত গহনা দেখিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না! অমুক বাড়ীর ছোট বৌ গহনা পরিলে এমন মানায় যে পরীর মতন দেখায়—তাহার রূপ শতগুণ বাড়ে।" কুলমালা হাতখানি বাড়াইয়া চুপ করিয়া চুড়ীওয়ালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আর তাহার গল্প শুনিতেছে। চুড়ীওয়ালী কহিল, "তোমার এমন সুন্দর হাতখানি! এই হাত চুড়ি, পাতা, হিরে, জড়ওয়ে মুড়িতে পারিলে বড় সুন্দর দেখায়! আহা মরি মরি! হাতখানি যেমন নিটোল সুগোল, আঙ্গুলগুলি তেমনি চাপার কলি।" চুড়ীওয়ালী বলিল, "হাঁগা মা ঠাকুরণের কি গহনা নাই?"

থাকবে না কেন?

তবে পরনা কেন?

আছে—তবে এত গহনা কোথায় পাব?

কেন?

আমরা গৃহস্থ লোক—অত গহনা কোথায় পাব বাপু। আমরা কি সব সময়ে সকল খানা গহনা পরে থাকতে পারি?

কেন? আপনার বিবাহ হয়েছে কোথায়?

এই গ্রামে।

আমাদের এই গ্রামে? আপনার স্বামীর অবস্থা বুঝি ভাল নয়।

কুলমালা একটু দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া মুখখানি হেঁট করিলেন। তিনি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চুড়ীওয়ালী চতুরা রমণী, অমনি কুলমালার হাতখানি ধরিয়া বসাইল। সে দুচারিটী হাসি তামাসার কথা বলিয়া কুলমালাকে হাসাইয়া কহিল, "দেখ ভাই! কিছু মনে করিও না, কুলিন মেয়ে মানুষ, আমিও মেয়ে মানুষ, আমাদের দু-দশ খানা গহনা থাকিলে, সব রক্ষে—না থাকিলে, জগত

খোঁপা না, যৌবনও মানায় না, কেহ ভালও বাসে না। কিয়ৎক্ষণ হাসি তামাসার পর চুড়ীওয়ালী ফুলমালাকে কহিল, "ভাই! মুখটা কেমন করছে, একটা পান দাও।" ফুলমালা ঘর হইতে একটী পান সাজিয়া চুড়ীওয়ালীকে দিল। চুড়ীওয়ালী পান চিবাইতে চিবাইতে হাসিতে হাসিতে ফুলমালার দিকে ইসারা করিয়া কহিল, "আর একদিন আসিব।" দু-চার পা গিয়া সে পশ্চাদ্দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, "ঢাকার কেমন সুন্দর শাঁখা, বালা—তা আনিব।"

আর এক দিন দুপুর বেলা একটী স্ত্রীলোক আসিয়া সন্তোষকুমারের দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। ঝি দরজা খুলিয়া দিল, দেখিল একটী স্ত্রীলোক, মাথায় একটী চুপড়ী, ফুলমালাকে খুঁজিতেছে। ফুলমালা আহারান্তে একটু আলস্যপরবশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঝি গিয়া ডাকিতে, সে জাগ্রত হইয়া রোয়াকে আসিয়া বসিল। সেখানে চুড়ীওয়ালী তাহাকে দেখিয়া কহিল, "কি দিদি! ভাল ত ভাই।" ফুলমালা চোক মুছিতে মুছিতে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। চুড়ীওয়ালী চুপড়ী হইতে সুন্দর সুন্দর ঢাকার বালা ও শাঁখা বাহির করিয়া ফুলমালার হাতে পরাইতে লাগিল। বালা পরাইবার সময় ফুলমালা জিজ্ঞাসা করিল, "এর দাম কত?" চুড়ীওয়ালী বলিল, "দাম নাই হ'ক, তুমি ত পর আগে।" চুড়ীওয়ালী তৎপরে ভাল ভাল হীরা মুক্তা খচিত দু-চারি খানি করিয়া গহনা বাহির করিয়া ফুলমালার পানে চাহিয়া মিহি সুরে গান ধরিল,—

"এমন সাধের গহনা কে পরিবি আয় লো,
যার আছে কপালে সোনা সেই পরুক
পায়লো।
অভাগা কাঙ্গাল যেই, সুখ কোথা পাবে
সেই,
হেন গহনা তার ভাগ্যে কভু কি সই
হয় লো?" ইত্যাদি—

চুড়ীওয়ালী আবার গাহিল,—

"আর লো আয় বিনোদিনী, তোর রমণী
করি তোরে,
সাজাবে নি মনের মতন গহনা দিয়ে অঙ্গ
জোড়ে।
যে চাহিবে তোমার পানে, হানবে বাণ
তার প্রাণে,
অবাক্ হ'য়ে রবে সেই তোমার এই
অলঙ্কারে।"

ফুলমালা চুড়ীওয়ালীর নিকট এইরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইল। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বাছা! তুমি এ সব গহনা কোথায় পেলে?"

কোথায় পাই না কেন, তোমার পেলেই ত হ'ল।

(ঈষৎ আশ্চর্য্য হইয়া) আমাকে দিবে কেন?

আমার কথা শুনলেই দিব।

কি কথা?

তোমার সুখের কথা।

কেন? আমি ত অসুখী নই।

না—তাই ব'লছিলাম, তোমার স্বামীর ত অবস্থা তত ভাল নয়।

অবস্থা ভাল হউক আর মন্দ হউক, তিনি আমার স্বামী—আমি তাঁহার চরণে সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, হৃদয় মন, জীবন যৌবন, বল বুদ্ধি, আশা ভরসা, মান অপমান, সমস্তই সঁপিয়াছি। তিনি আমার স্বামী—যে নারী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী—সেই সুখী। স্বামী সুরূপ হউন বা কুরূপ হউন, ধনী হউন বা নির্ধন হউন, পণ্ডিত হউন, বা মূর্খ হউন, যে অবলা সেই স্বামীর চরণ একমাত্র হৃদয়ে ধ্যান করেন, তিনিই সুখী। সুখ বাহিরে নহে—মনে।

বলি হাঁগা ফুলমালা, কষ্টে মনেও কি শুধু স্বামীর সেবা করতে হবে?

করতে হবে না ত কি—স্বামীর মন যোগাবে না ত আর কার মন যোগাবে? তুমি ধনী—তোমার নিকে চলবে—আমাদের ত আর তা হয় না। চুড়ী-ওয়ালী ফুলমালার কাণে কাণে কহিল, "বলি, রাধাকিশোর বাবুর বাটীতে যাবে, তেতালায় থাকবে, কত সোণা দানা পরবে, দাসদাসী সেবা করবে, সুখে থাকবে।"

ফুলমালার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল—থরথর কাঁপিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "পাজি মুসলমানি! তোর যত বড় আস্পর্দ্ধা, তত বড় কথা। তুই আমাকে কুলটা ঠাওরালি.. তুই এইক্ষণে আমার সম্মুখ হইতে দূর হ—ফের যদি বাটীতে প্রবেশ করবি, তোকে উচিত মত শাস্তি দিব। চুড়ীওয়ালী তিরস্কৃত হইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে ফুলমালা মাতুলালয়ে যাইতেছে, সঙ্গে সন্তোষকুমার। স্ত্রী-পুরুষে উভয়ে নৌকায় বসিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছে। তরঙ্গাকুল নদী বীচিমালা লইয়া খেলা করিতেছে—নদীর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে, চলিতেছে—দাড়ীগণের দাঁড় উপর্য্যুপরি পড়িতেছে, আর ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হইতেছে। বৈকালিক স্নিগ্ধ ছায়া নদীগর্ভে পড়িয়াছে। শীতল বাতাস হুহু হুহু করিয়া বহিতেছে। মাঝীর পো পা এলাইয়া দিয়াছে। সে হালটী ধরিয়া মিহি সুরে গান ধরিয়াছে। নৌকা তর্ তর্ করিয়া চলিয়াছে। নদীর কোন স্থানে ঝুপ্ করিয়া শুশুক ভাসিয়া উঠিতেছে—আবার মুহূর্ত্তমধ্যে ডিগ্‌বাজী খাইয়া নদীগর্ভে মিলাইয়া যাইতেছে। নদীর চড়ায় পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উড়িয়া বসিতেছে। আবার সারি সারি মাথার উপর দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, জানাইতেছে যে সন্ধ্যা সমাগত। সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ পাটে বসিয়াছেন, এখন ডুবিয়া গেলেন। আজ শুক্লাষ্টমী—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের কিরণ জলে লুকাচুরি খেলিতেছে—বড় সুন্দর দেখাইতেছে। ধরণী জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া হাসিতেছে। অপর

দিকে মাঝীদিগের মধ্যে কেহ গান গাইতেছে, কেহ আগুন জ্বালিয়া রন্ধন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; দম্পতী যুগল মনের আনন্দে নদীবক্ষে গমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা অনেক দূর আসিয়া পড়িল। জোছনা ডুবিয়া গেল, অন্ধকার হইল। চারি দিক্ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রভাতের সে সুন্দর শোভা আর রহিল না। সহসা দূরবিক্ষিপ্ত মৃন্ময় বাটুল দু একটী করিয়া কুসুমবালা ও সন্তোষকুমারের নৌকাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। মাঝী মাল্লারা জানিত সে স্থানে দস্যুদিগের আবাস। তাহারা যাত্রীদিগকে কিছু না বলিয়া আপন মনে হন্ হন্ করিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। তাহারা কেবল মাত্র আপনা আপনি বলিতে লাগিল "খুব হুঁসিয়ার ভাই!" নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বাটুল-বর্ষণ ক্রমশঃই তত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে সন্তোষকুমার নৌকার বাহিরে আসিয়া মাঝীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কিহে মাঝী, নৌকায় এ সব কি পড়িতেছে?" "আপনি ভিতরে গিয়া বসুন বলিতেছি। বাহিরে থাকিবেন না।" কেন? কিছু আশঙ্কা আছে না কি?

আছে বৈকি। যা হউক আপনাদিগের কোন ভয় নাই।

কুসুমবালা ও সন্তোষকুমার নৌকার ভিতরে স্থিরচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন, আর মুখে, "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন" বলিতে লাগিলেন। বাটুলাঘাতে নৌকার ছাদ জীর্ণ হইয়া পড়িল। এইক্ষণে ডাকাইতেরা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে আর রক্ষা নাই। সন্তোষকুমার অত্যন্ত দুঃখকাতর স্বরে কুসুমবালাকে কহিলেন, "যদাপি কেমন তেমন দেখি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব, আমি পড়িলেই তুমি আমার পশ্চাদনুসরণ করিও।" ডাকাইতেরা একেবারে সদলবলে সজ্জিত হইয়া যাত্রী নৌকার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। দস্যু-নৌকা হইতে কতকগুলি দুর্বৃত্ত যাত্রী নৌকায় হুঙ্কার পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া পড়িল। কেহ কেহ মুখে রং মাখিয়াছে, কেহ কেহ মুখস পরিয়াছে, কেহ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছে, কেহ কেহ কৃত্রিম গুম্ফ ও দাড়ী দ্বারা মুখের ভীষণ বিকৃতি করিয়াছে। কাহার হস্তে লাঠি, কাহার হস্তে তরোয়াল, কাহার হস্তে বল্লম, কাহার হস্তে মশাল ইত্যাদি। ডাকাইতগণ বিকট ধ্বনিতে এবং তাণ্ডব নৃত্যে নদী প্রতিধ্বনিত ও নৌকা টলটলায়মান করিতেছে—জন কয়েক দস্যু কুসুমবালা ও সন্তোষকুমারকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের আর নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। একজন দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিল, "কেমন, এই বার কি হবে? কোথায় যাবি?" কুসুমবালা সজলনয়নে কহিল, "বাপ সকলেরা আমাদের প্রাণে মারিও না, আমার যাহা কিছু গহনা আছে, খুলিয়া লও।" দস্যু কহিল, "হুঁ" গহনা নেব, তাড়া কি করি দেখ আগে।" পাষণ্ডেরা পুনরায় আপনাদিগের নৌকায় লাফাইয়া পড়িল।

তন্মধ্যে কয়েকজন কুসুমবালা ও সত্যেন্দ্র-কুমারকে বন্ধনাবস্থায় আপনাদিগের নৌকায় আনিল। দস্যু-নৌকা ছাড়িয়া দিল; যাত্রীদিগের অনেক অনুনয় বিনয়ে ডাকাইতেরা নিরাপদ ভাবিয়া তাহাদিগের হস্ত বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। পাষণ্ডদিগের মধ্যে একজন মুখ হইতে মুখস খুলিয়া মশালের আলোকে শাণিত অসি উত্তোলনপূর্ব্বক কুসুমবালার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "হতভাগিনি! তুমি রাধাকিশোর বাবুর বাটীতে যাইতে চাও না, তোমাকে এক্ষণে কে রক্ষা করে দেখি।" কুসুমবালা দেখিল—বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি সেই নর-পিশাচ তর্কালঙ্কার, এ পাপীর অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। রমণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তিনি সদর্পে কহিলেন, "পামর নারকি! আমি স্বামিগত-প্রাণা, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন।" এই বলিয়া নিমেষমধ্যে স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নদীগর্ভে ঝাঁপ দিলেন। দস্যুগণ অবাক্ স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকার রাত্রি কিছুই দেখা যায় না, নদীর খর স্রোতে দুইটী প্রাণ ভাসিয়া চলিল। এরূপে কিয়ৎক্ষণ দুইজনে একত্রে যাইতে যাইতে একটী প্রবল ঢেউ আসিয়া উভয়কে পৃথক্ করিল; তৎপরে কে কোথায় ভাসিয়া চলিল, কেহ জানিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(শেষ)।

সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকার্য্যসমূহ সমাধা করা স্ত্রীলোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিষয়ে নিপুণতা লাভ করা মহিলা-দিগের অতি প্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকগণ যদি সকল কার্য্যে সুশিক্ষা লাভ করিয়া, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন, তবে কিছুই শিক্ষা করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাচিকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা তাঁহার খাদ্যসামগ্রী সুস্বাদু বা সুসাধিত হইলেও অপরিষ্কার দোষে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই নিমিত্ত রাত্রিকালের পরিধেয় বা ছাড়া কাপড় পরিধান করিয়া এবং অস্নাত হইয়া পাক করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ।

বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বনে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতিদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আঙ্গিনাতে সংক্রামক-রোগ-নাশক গোময় লেপন বা প্রক্ষেপ করা এবং হস্ত মুখ ধৌত করিয়া গৃহ-দ্বার পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যা হইলে ধূপ ধূনা দ্বারা গৃহ সুবাসিত

করা উচিত। এরূপ করিলে দুর্গন্ধময় অঙ্গার নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সুগন্ধময় বিশুদ্ধ বায়ু গৃহমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া মন প্রাণে পবিত্র আনন্দ প্রবাহিত করিবে। এই সমস্ত কারণে আমাদিগের দেশে সামাজিক ও সাংসারিক প্রায় সমস্ত কার্য্যেই ধূপের ধোঁয়ারই প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। ইহার মূলগত কারণ এই যে, আমাদিগের দেশের প্রাচীন বৈদিকসম্প্রদায় ব্যবস্থাপকগণ অতিশয় বিজ্ঞ ও সুবিবেচক ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়েই স্বাস্থ্যের ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। স্বাস্থ্যও ধর্ম্মের সহচর ছিল। এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ সামাজিক আচার ব্যবহারে, সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে ধূপের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

গৃহকার্য্যসমূহ যথাসম্ভবে নিজেরাই সম্পন্ন করা উচিত। নিজে গৃহকার্য্য করিলে অল্প ব্যয়ে অথচ পরিষ্কৃতরূপে সুসম্পন্ন হয়। ময়রার দোকানের খাদ্য সামগ্রী সকল গৃহে স্বহস্তে তৈয়ার করা উচিত। দোকানের যে সে লোকের তৈয়ারী জিনিষ খাওয়া কোন রূপেই বিধেয় নহে; কেননা উহারা একদিকে বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ কলেবর মুছিতেছে, আবার সেই বস্ত্র প্রক্ষালন না করিয়া তদ্দ্বারাই খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে। আমরা স্বচক্ষে সময় সময় ইহাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, কাহারও হয় ত ঘা বা চুলকানি আছে, সে যে বস্ত্র দ্বারা ঘা চুলকাইতেছে, সেই মলিন বস্ত্রই পুনরায় খাদ্য দ্রব্যে লাগাইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহাও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, পচা দুর্গন্ধময় জিনিষ সকল মিশ্রিত করিয়া অল্প ব্যয়ে মিষ্ট দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতেছে। মক্ষিকা সংক্রামক রোগের প্রধান হেতু। দুধের মধ্যে হয়ত অনেকগুলি মক্ষিকা মরিয়া রহিয়াছে; তাহারা সেই মক্ষিকাগুলি ফেলিয়া সেই দুধ দ্বারাই ছানা ক্ষীর প্রস্তুত করিল। এইরূপ স্বাস্থ্য-হানিকর জিনিষ সকল খাইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করা ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ হয় না। এই সকল দ্রব্য গৃহে প্রস্তুত করিলে, অল্প মূল্যে অথচ পরিষ্কৃত রূপে প্রস্তুত হইতে পারে এবং উহা দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।

সূচি-কার্য্য প্রত্যেকেরই শিক্ষা করা উচিত। সূচিকার্য্য জানিলে স্বয়ং ইচ্ছামত পরিচ্ছদ সকল তৈয়ার করিতে পারা যায়। দর্জি দ্বারা প্রস্তুত বা ক্রীত পরিচ্ছদ সকল মনঃপুত হয় না, অথচ ইহাতে অধিক খরচ লাগে; উহারা কোনরূপে গোঁজামিল-পূর্ণ পরিচ্ছদ সকল তৈয়ার করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। নিজে সূচিকার্য্যে নিপুণ হইলে ক্রীত সামান্য পরিচ্ছদ উৎকৃষ্টতর ও অধিক মনঃপুত করিয়াও লওয়া যায়।

যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে, প্রকৃত উন্নতি লাভ হয় এবং পরিবার সুখময় হইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ঈশ্বরে ও গুরুজনে শ্রদ্ধা।

২। চরিত্রশুদ্ধি সাধন।

৩। পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার।

৪। সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য।

৫। দাস দাসীর প্রতি কর্ত্তব্য।

৬। গৃহপালিত জীবের প্রতি ব্যবহার।

৭। অতিথি সৎকার।

৮। বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বনে গৃহকার্য্য সম্পাদন।

যে পরিবারস্থ স্ত্রীগণ যে পরিমাণে অবিচলিত ভাবে এই আদর্শ অষ্টমের অনুসরণ করিবেন, সে পরিবারে সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত জীবন যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এবং সমগ্র পরিবারে যে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পরিবারের স্ত্রীগণ যদি উপরি-উক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন, তবে সকলেরই সর্ব্বসুখ উপভোগ করা যায়। যে পরিবারে ভক্তি আছে, স্নেহ আছে, প্রেম আছে, সেই পরিবারে সুখ আছে, শান্তি আছে, সৌন্দর্য্য আছে। শান্তিময় পরিবার স্বর্গের আদর্শ। ভগিনি, বিকশিত কুসুম-সুশোভিত পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিয়া দেখ, তাহাতে যখন প্রকৃতি সুন্দরীর প্রফুল্ল কুসুম দেখিবে, মুকুল দেখিবে, যখন সেই সৌন্দর্য্যময় স্থানে ভ্রমরগুঞ্জন তোমার কর্ণে অমৃত মধু বর্ষণ করিবে, যখন কুসুম সৌরভময় মৃদু সমীরণ বহিয়া বহিয়া তোমার অঙ্গ শীতল করিবে, তখন তোমার মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইবে "আহা! কি শান্তি! কি শোভা!" সেইরূপ একটি সুখ-শান্তি-পূর্ণ পরিবারে প্রবেশপূর্ব্বক যখন সেই পরিবারের সুখ দেখিবে, যখন সেই পরিবারের একতা ও আত্মীয়তা দেখিবে, যখন দেখিবে সেই পরিবারের প্রতি হৃদয়ে শান্তি, প্রতি হৃদয়ে সুখ, প্রতি হৃদয়ে অসীম প্রেম, তখন তোমার মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইবে "আহা! কি শোভা! কি শান্তি! কি সুখ!" শান্তিপূর্ণ পরিবার একটী সুখোদ্যান; বালক বালিকা উহার অর্দ্ধস্ফুট কোরক ও মুকুল। যুবক যুবতী প্রফুল্ল কুসুম ও প্রৌঢ় পুরুজন সুপক্ব ফল, কর্ত্তা গৃহিণী আশ্রয় বৃক্ষ ও আশ্রয় লতিকা। স্নেহপ্রীতির সম্ভাষণ এই উদ্যানে ভ্রমরগুঞ্জন। পবিত্রতা এই ক্ষেত্রের সুশীতল মলয় সমীরণ। ভগিনি, যদি জগতে আসিয়া এই সুখোদ্যান সৃষ্টি করিতে চাও, পরিবারে ভক্তি সরোবর খনন কর, ইহা হইতে স্নেহনদী প্রবাহিত হইবে; প্রেমকে মালী রাখিও; বৃক্ষলতিকার বৃন্তে বৃন্তে শান্তি কুসুম ফুটিবে, শান্তিফল ফলিবে, উহা স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত হইবে। যদি দেখ উহার কোন স্থানে দ্বেষ হিংসার অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে, সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিও। যদি দেখ সেখানে কুটিলতার চারা বাহির হইতেছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া সেখানে সরলতা রোপণ করিও; সকলেতেই স্বর্গধাম অবলোকন করিবে।

অবিরাম, গাত্রোত্থান কর। আর অলসচিত্তে বিলম্ব করিও না। মহোচ্চ আদর্শ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক একাগ্রমনে তদনুসরণে নিযুক্ত হও। এস, আমরা মানসীয় সৌরভ-পুষ্পে ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে যত্নশীল হই। যে কার্য্য করিলে, মরণান্তেও স্বর্গসুখ লাভ হইবে, যে কার্য্য করিলে আমরা ধন্য হইব, এস, আমরা এবংবিধ কার্য্য দ্বারা পরিবারের উন্নতি, সমাজের উন্নতি ও দেশের উন্নতি সাধনপূর্ব্বক আমাদিগের জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হই। এস, আমরা স্বকীয় গৃহগুলিকে নিরুপম শান্তি-ধামে পরিণত করি। সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আমাদিগের এই শুভ কামনা পরিপূর্ণ করিবেন।

শ্রীবিনোদিনী সেন,
গৌহাটী।

আশ্চর্য্য স্বাভাবিক চিত্র।*

বহুদিন হইল একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল যে, একজন পথিক ইউফ্রেটিস নদীর তীরে একখণ্ড প্রস্তরফলক দেখিয়াছিলেন, তাহাতে দুইটা পক্ষী ও নিম্নদেশের চিত্র প্রতিফলিত হইয়া স্বভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি এই বার্ত্তা প্রচার করিয়া অনেক বিজ্ঞানবিদের মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি একখানি সাময়িক পত্রে * প্রকটিত হইয়াছে যে, একজন জাপানী প্রায় পঁচিশ বর্ষ গত হইল, আমেরিকার অন্তঃপাতী ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত একজনের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিত। তাহার বাসগৃহ একটী ক্ষুদ্র কুটীর। একদা কোন দস্যু তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইবার আশয়ে তাহাকে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করে; পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া নিহত করে এবং গৃহমধ্যে অগ্নি প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। পরে প্রতিবাসীরা তাহার শব সমাহিত করিয়াছিল। সমাধির উপরে একটী (ওয়াটার ওক) বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। বৃক্ষস্কন্ধের বেড় ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। বেনিবেপুলি নামক এক ব্যক্তি এই বৃক্ষের একটী শাখা কুঠার দ্বারা কর্ত্তন করে। বৃক্ষের সারভাগের মধ্য অংশে একটী কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। মুখমণ্ডল ব্যতীত মস্তকের আর কোন অবয়ব নাই এবং উহাও পরিস্ফুট নাই। অনেক লোকেরা তাহা দেখিয়া মৃত জাপানীর মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। তাহারা বলিল যে মৃত জাপানীকে এইরূপ বিকৃতাঙ্গ অবস্থায়

* (Religious and Philosophical Journal of the 5th January, 1899).

সম্পাদিত করা হইয়াছিল। এই শাখা চিরিয়া তিন চারি খানি তক্তা করিত হইলেও তদ্রূপ মূর্ত্তি স্তরে স্তরে চিত্রিত দৃষ্ট হইয়াছে। ওয়েক্ষ্ণ্ নগরের অনেক ভদ্র লোক এই তক্তাগুলি রক্ষা করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। চিনেরা এই বৃক্ষকে ভূতাশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

অপর একখানি সাময়িক পত্রে একটী অপূর্ব্ব বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা একটী প্রকাণ্ড কাণ্ড, উপরে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোকের মস্তক খোদিত। আশ্চর্য্য এই যে, ইহা যত বার চিরিয়া দেখা হইয়াছে, তত বারই খোদিত মস্তক দৃষ্ট হইয়াছে। উপর্য্যুপরি দশ খণ্ড চিরিয়া দশটী খোদিত মস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
(Theosophist.)

নাড়ীজ্ঞানের আবশ্যকতা।

পীড়িতাবস্থায় নাড়ীর গতির বা বেগের স্থূল বিবরণ।

প্রথম প্রকার—নাড়ী বেগবান্ পুষ্ট ও কোমল (Pulse frequent, large, soft)। যৎকালে হৃদয় বেগবান্ ও উহার প্রত্যেক স্পন্দনে অধিক পরিমাণে রক্ত বহির্গত হয়, এবং নাড়ীর সংকোচন-শক্তির হ্রাসতা একত্র মিশ্রিত হয়, অথবা যখন হৃদয়ের অধিক বিস্তৃত হয়, তৎকালে নাড়ীর গতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুভূত হইয়া থাকে। এরূপ নাড়ী নানা প্রকার জ্বর রোগে, ই ও বসন্ত রোগে, আমাশয়-দাহ, বস্তি-দাহ এবং ফুস্ফুস-দাহ রোগের প্রথমাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা এই ব্যাধি কারণ বশতঃ হৃদয়ের বেগ-বত্তাদি কার্য্য কথিত প্রকার হওয়াতে নাড়ীর গতি উল্লিখিত প্রকার হয়।

দ্বিতীয় প্রকার—নাড়ী বেগবান্, পুষ্ট ও শক্ত (Pulse frequent, large and hard). যৎকালে হৃদয় বেগবান্ ও ইহার প্রত্যেক স্পন্দনে অধিক পরিমাণে রক্ত বহির্গত এবং নাড়ীর সংকোচন-শক্তির পূর্ণতা একত্র মিশ্রিত হয়, অথবা হৃদয় বিস্তৃতি সহকারে বড় হয়, তৎকালে নাড়ীর গতি পূর্ব্বোক্তরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এরূপ নাড়ী শরীরের রক্তাধিক্য অবস্থায় দৃষ্ট হয়। এমন বলিলেও হয় যে, শরীরের রক্তাধিক্য কারণ বশতঃই নাড়ীর গতি এরূপ হয়।

তৃতীয় প্রকার—নাড়ী অতিশয় বেগবান্, পুষ্ট ও মৃদু বা শ্রান্ত (Pulse rather frequent, large, slow or labouring). যৎকালে হৃদয় অতিশয় বেগবান্ ও দুর্ব্বলবিশিষ্ট এবং উহার প্রত্যেক স্পন্দনে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গমন, এই তিনটী কার্য্য একত্রিত হয়, তৎকালে হৃদয় অধিক রক্ত দ্বারা পূর্ণ হইয়া ভারাক্রান্ত হওয়াতে নাড়ীর পুষ্টি-

সহ মুহুর্মুহু অনুভূত হইয়া থাকে। এই প্রকার নাড়ী শরীরে অত্যধিক রক্ত সঞ্চার হইলে দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ প্রকার—নাড়ী বেগবান্, পুষ্ট, শক্ত ও দ্রুত (Pulse frequent, large, hard and quick). যখন নাড়ীর সঙ্কোচন-শক্তি পরিপূর্ণ, রক্তসঞ্চালন অধিক এবং হৃদয়ের বেগশীলতা ও দ্রুত গতি একত্রিত হয়, তখন নাড়ীর গতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃষ্ট হয়। নানা প্রকার প্রদাহ বা দাহ-জ্বরে এইরূপ নাড়ী দেখা গিয়া থাকে; অর্থাৎ দাহ জ্বর কারণেই এরূপ নাড়ী হয়।

পঞ্চম প্রকার—নাড়ী বেগবান্ পুষ্ট, শক্ত ও শব্দ করে (Pulse frequent, large, hard and thrilling). যৎকালে হৃদয় বেগবান্ ও উহার প্রত্যেক স্পন্দনে অধিক রক্ত বহির্গত হয়, তখন ধর্ম্মনী-নাড়ী সঙ্কোচন-শক্তি-বিশিষ্ট, কিন্তু বড় বড় নাড়ী সকল সঙ্কোচন-শক্তি-বিহীন হয়, অথচ তৎকালে মূল নাড়ী বিস্তৃত হওয়াতে বিনা বাধায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে; এতৎকারণেই নাড়ীর গতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার হয়। এরূপ নাড়ী হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে রক্ত-স্ফোটক হইলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ প্রকার—নাড়ী বেগবান্, ক্ষুদ্র ও দ্রুত (Pulse frequent, small, quick). যৎকালে হৃদয় বেগবান্ ও শীঘ্র সঙ্কুচিত হয়, এবং উহার প্রত্যেক স্পন্দনে অল্প-পরিমিত রক্ত নির্গত হয়, তৎকালে হৃদয় সঙ্কোচন সহ দুর্ব্বলীভূত হইয়া থাকে। এরূপ নাড়ী ক্ষয়কাশ রোগে ও স্ত্রীলোকদিগের রক্ত-হ্রাস-রোগে দেখা গিয়া থাকে। ক্ষয় কাশ ও রক্ত-হ্রাস রোগ বশতঃ যে নাড়ীর গতি ঐরূপ হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

সপ্তম প্রকার—নাড়ী অসমান, অনিয়মিত, বেগবান্ কিম্বা বেগহীন (Pulse unequal and irregular, frequent or infrequent). যৎকালে হৃদয় হইতে অনিয়মিতরূপে রক্ত নির্গত হয়, এবং প্রত্যেক স্পন্দনও অসমান হয়, তৎকালে নাড়ীর গতি উল্লিখিত প্রকার হইয়া থাকে। ইহার এক কিম্বা দুই কারণ অবধারিত হইয়াছে। হয় অল্প-পরিমিত রক্ত হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া থাকে, নয়, হৃদয় যে রক্ত প্রাপ্ত হয়, তাহা বাহির করিবার কারণ শক্তির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ হৃদয় শক্তি-হীনতা প্রযুক্ত নীতিমত রক্ত বহির্গত করিতে পারে না। এ প্রকার নাড়ী হৃদয়ের বায়-রোগে, উহার কোমলতা রোগে, স্থূলতা রোগে এবং বাম হৃৎপদ্মের মধ্যে পলিপস্ রোগ (মাংসবৃদ্ধি) হইলে কিম্বা হৃদয়-থলির দাহ-রোগে, এই রোগের অনিঃসরণ দ্বারা হৃদয়ে চাপ পড়িলে, দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি হৃদয় যথোপযুক্তরূপে শক্তি প্রাপ্ত না হয়, এবং কারণগুলি দূরীভূত করিতে না পারা যায়, তবে নিশ্চয়ই দেহাবসান হয়। এইরূপ নাড়ী যে মুমূর্ষু অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অষ্টম প্রকার—নাড়ী বেগহীন, স্থূল ও শক্ত (Pulse infrequent, large, hard). যখন হৃদয়ের বেগহীনতা সহকারে স্পন্দন, এবং উহা হইতে পূর্ণরূপে রক্ত নির্গত হয়, আর নাড়ী সঙ্কোচন-শক্তি অবস্থা পরিপূর্ণ থাকে, তখন বায়ু-মণ্ডলের ভারের বৃদ্ধি হওয়াতেই ঐরূপ কার্য্যগুলি ঘটে, এবং তজ্জন্যই নাড়ীর গতি পূর্ব্বকথিত প্রকার হয়। এরূপ নাড়ী সন্ন্যাস রোগে, মস্তকের মধ্যে জল জমিলে, মাদক দ্রব্য সেবন করিলে ও মস্তিষ্কে কোন প্রকারে চাপ পড়িলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল কারণ জন্যই যে নাড়ীর গতি উল্লিখিত প্রকার হয়, ইহা আর পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে না।

নবম প্রকার—নাড়ী বেগহীন (এক-মিনিটে নাড়ীর যত বার স্বাভাবিক গতি হয়, তাহাই বেগ নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব নাড়ী বেগবান্ বলিলে ঐ নিয়মা-পেক্ষা বেশীসংখ্যক গতি হয়, এবং বেগহীন বলিলে নিয়মিত সংখ্যাপেক্ষা অল্প গতি হয় বুঝিতে হইবে। যদি নাড়ীর স্বাভাবিক বেগ ১ মিনিটে ৭০ বার হয়, তবে এ স্থলে ৪০।৫০ বার হইতেছে এবং বেগবান স্থলে ৭০ স্থলে ৮০।৯০ এবং অতিশয় বেগবান স্থলে ১০০।১২০ বার গতি হয়, ইহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না) ও দ্রুত (Pulse infrequent, quick). যখন হৃদয় বেগহীনতা সহকারে স্পন্দিত হয়, তখন নাড়ীর গতি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকার হয়। এরূপ নাড়ী স্ত্রীলোকদিগের শূল রোগে এবং কখন কখন পুরুষদিগের অপস্মার রোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নাড়ীর গতির বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল, উহা কিছুই নয় বলিতে হইবে। নাড়ীজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া বড় সহজ নহে। কিন্তু যিনি সদা সর্ব্বক্ষণ সুস্থ-শরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া নাড়ী পরীক্ষা করেন, এবং সেই ভাবটী কিম্বা সেই গতিটী অনুভব করিয়া মনোমধ্যে ধারণা করেন, তিনিই ইহার কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারেন।

অশুভদিন।

দিনের শুভাশুভ মুহূর্ত্ত বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রচলিত পঞ্জিকায় মত একরূপ, অন্যের মত অন্য রূপ; আবার শিক্ষিতগণের কিছুই বিচার নাই। এরূপ অবস্থায় বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, বার ও তিথি দোষ, প্রভৃতি কতদূর বিচার্য্য, তাহা সহজে বুঝিবার যো নাই। ইহাকে কুসংস্কার বোধে উপেক্ষা করাও সমীচীন বোধ হয় না, কারণ অনেক সময়ে কুদিন ও কুক্ষণের কুফল প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সুদিন ও শুভক্ষণ যেমন সর্ব্বদা শুভফল-

লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। যাহারা চলিয়া যাইতেছে, তাহারাই কি দেশের নাগাল পাইতেছে? তাহা নয়। যাহারা বহু পরিশ্রমে পুরী ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহারা আবার কটক ষ্টেশনে যাইয়া পাগল হইতেছে।

এদিকে আবার কটক ষ্টেশনও লোকে পরিপূর্ণ। ষ্টীমারের সংখ্যা বৃদ্ধি করাতেও লোক ষ্টীমারে ধরিতেছে না। কাজে কাজেই কটকেও লোক থাকিয়া যাইতেছে। এখন এই সব পীড়াগ্রস্ত যাত্রীর সমাগমে পুরীর ন্যায় কটকেও বিষম মহামারী উপস্থিত হইল, কাজে কাজেই স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট পুরীর যাত্রী আর পুরী ছাড়িতে না পারে, এরূপ অভিপ্রায় পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন। তখন আবার সেই খোলাবন্দিই নিঃসম্বল যাত্রীদিগের বিপদ্বারি সাগররূপে পরিণত হইল। লজিং হাউসেও আর স্থান দিতে চাহে না। কেহ আপন আশ্রয়েও রাখিতে চাহে না। আহার সামগ্রী ও পানীয় জলেরও নানারূপ বিশৃঙ্খলা। থাকিবার স্থান নাই, শরীরে শক্তি নাই, বন্ধু বান্ধব কেহ মরিয়াছে কেহবা সুবিধা মত চম্পট দিয়াছে। যাইবার পথ নাই, থাকিবার স্থান নাই, হাতে অর্থ নাই—অর্থ দিয়াও অন্ন মেলে না। তখন এ-কূল ও-কূল দু-কূল হারাইয়া যাত্রীদের যে কিরূপ দুর্দশা, তাহা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। আমার হস্তে যদি শত হস্তীর বলও ধারণ করে, লেখনী যদি সহস্র মুখও বিস্তার করে, তথাপিও যেন লিখিয়া উঠিতে পারি না।

আমি সড়কে যাহা দেখিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও দশ খানা বই হইয়া পড়ে। অতএব অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিব। রাস্তার দুই ধারে শব রাশীকৃত, শবের নিকটবর্ত্তী হইয়া কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাঁকিতেছে, কেহ বা ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। কোনও মুমূর্ষু ব্যক্তি দারুণ পিপাসায় ছট্ ফট্ করিতেছে। কেহবা যন্ত্রণা-প্রপীড়িত হইয়া উচ্চ নিনাদ করিতেছে, কেহবা অস্ফুট স্বরে বেদনা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ কঠিন ভূমি গ্রহণ পূর্ব্বক মল-মূত্রে বিমণ্ডিত হইয়া মহাদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। কোথাও বা মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃ-শোকাতুর শোকাতুরার ক্রন্দনে—কোথাও বা স্বামী স্ত্রী ও স্বজন বান্ধব হীন নরনারীর গগনভেদী চিৎকারে দিক্ দিগন্ত কম্পিত হইতেছে। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। যখন আমি এই সব ব্যাপার দেখিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইল বাহকদিগকে দূরে সরাইয়া শিবিকা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্নবাসে এলোকেশে এই সব দুঃখী যাত্রীদিগের দলে গিয়া মিশি এবং প্রাণপণ করিয়া ইহাদিগের সেবা করি। কিন্তু তাহা কি আর করিবার সাধ্য আছে? অভিভাবকেরা শিবিকার আবরণের উপর আবরণ দিয়া আমাকে পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের ভয়—পাছে এই কুৎসিত ব্যাধির দুর্বাতাস আসিয়া আমাদের গায়ে লাগে।

আমার সঙ্গে অন্ততঃ তিন শিশুসন্তান ছিল। লোকের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষুজলে বুক ভাসিতেছে। কিন্তু আবার প্রাণে ভয়ও হইতেছে, পাণ্ডার সকল খুলিলে পাছে শিশু সন্তানগুলিকে হারাই।

এইরূপ ভীষণ ব্যাপার প্রায় প্রত্যেক বৎসরই রথের সময় ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই বৎসরই * এতাদৃশ ঘটনা অধিক ঘটিয়াছিল। এই প্রাণনাশক ব্যাপারের মূল কারণই পাণ্ডা. পাণ্ডারা যাত্রী যোগাড় করিবার জন্য দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব "এ বৎসর রেল খুলিয়াছে; বাহিরেও অধিক সময় লাগিবে না, টাকাও কম ব্যয় হইবে।" ইত্যাদি প্রলোভন দেখাইয়া লোকদিগকে গৃহছাড়া করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান এবং খাদ্য দ্রব্য দিতে অসমর্থ হইল, তখন পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়েরাও গা ঢাকা দিলেন। অনন্তর ভয়বিহ্বল চিত্তে যাত্রীদিগকে অপরিচিত পাণ্ডার শরণ লইতে হইল। সেই অপরিচিত পাণ্ডারা অযাচিত ভাবে যাত্রী পাইয়া প্রবল বিক্রমে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ যাত্রীদের একদিকে পয়সার টান, অপর দিকে বিষম মহামারী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সকলেই অল্প দিন থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মহামারী আসিয়া পড়াতে সকলেই যেন একরূপ কলে আটকাইয়া গেল। শীঘ্র বাড়ী যাইবার উপায় নাই, হাতে অর্থ নাই, এরূপ স্থলে বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া টাকা আনান ভিন্ন অন্য উপায় কি? অতএব যাত্রিগণ বাড়ী হইতে টাকা আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু যাত্রীদের দলে কোথাও ২০ জন—কোথাও ৫০ জন একত্র থাকে, তাহাদের কদাচিৎ দু এক জন ব্যতীত প্রায় সমস্ত লোকই নিরক্ষর চাষা। কিরূপেই বা বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া টাকা আনাইবে? উড়িয়াদের ভাষা ও পশ্চিমদেশের বাঙ্গালীদের পক্ষে ইংরাজী ভাষা হইতেও কঠিন। অতএব তাহাদের ভাষা তাহারাও বুঝিবে না—দেশের লোকও বুঝিবে না। বাড়ী হইতে টাকা আনা বিষয়েও এরূপ বিপদে অনেকে পড়িয়াছিল, ইহা সত্ত্বেও পোষ্ট আফিসে ভিড় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কত লোকই পোষ্টাফিসে বসিয়া রহিয়াছে। বাড়ীর চিঠি ও টাকা আসিবে, তবে তাহাদের জীবন রক্ষা হইবে। কিন্তু সে টাকা হাতে পাওয়া ত তখন সোজা কথা নয়। কেহবা ৫০ জনের বিদায়ের পর টাকা হাতে পাইতেছে, কেহবা ২০ জনের পর পাইতেছে। কেহবা প্রভাতে আসিয়া প্রদোষে ফিরিয়া যাইতেছে, অথচ টাকা পাইতেছে না। এত গেল বাহিরের গণ্ডগোল, ভিতরের কথা পরে বলিতেছি। (ক্রমশঃ)

* ১৩০০ সালে।

পরলোকে সদ্গতি ও ইহলোকে যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, ভরসা করি সেই নিষ্ঠাবতী ও বিদুষী বামাগণ একটীবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে তাঁহাদের পুণ্য ও যশের প্রবাহ কোন্ সুবাসিত প্রান্তর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।

বনবাসিনীর পত্র।

বন-যাত্রার বিবরণ।

মধুবনে তিন দিবস বাস করা হইল। এখানে দাউজী অর্থাৎ বলদেবজী দর্শন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৈঠক অর্থাৎ বসিবার স্থান আছে। প্রায় প্রতি বনেই এবং বনভ্রমণের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী প্রদেশসমূহে ৺গৌরাঙ্গ প্রভুর বৈঠক আছে। শুনা যায় পূর্ব্ব ভ্রমণাবস্থায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে যে স্থান দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া পড়েন, সেই সেই স্থানে বৈঠক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক যে যে স্থানে মহাপ্রভুর বৈঠক নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই স্থান যেমন নির্জ্জন, তেমনই অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, কদম্ব প্রভৃতি তরুরাজীতে সমাকীর্ণ; অথবা মাধবী কুঞ্জ, স্বর্ণ প্রভৃতি লতামণ্ডপে বেষ্টিত মনোহর শান্তিময় প্রদেশ।

মধুবনের পর তালবন। প্রবাদ আছে, এই স্থানে বলদেবজী ধেনুকাসুরকে বধ করেন। তালবনের নাম শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম বহুদিনের পর তালফল দেখিতে পাইব; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে চিন্তা স্বপ্নেতে পরিণত হইল, এখানে একটীও তালবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম না অথবা বনের কোন মনোহারিত্ব দেখিলাম না। পুরাতন দিনের ন্যায় একটী কুণ্ড এবং যুগলকিশোর নামে ছোট দুইটী বিগ্রহ আছে। তালবনের পর কুমুদ বন; এ বনটী অপেক্ষাকৃত মনোরম বোধ হইল। এ কুণ্ডের জলগুলী বহুদূরব্যাপী ছিল; এখন চড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু বর্ষাকালেই কুণ্ডাদি শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তথাচ কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে নানাজাতীয় তরু-মণ্ডিত থাকা হেতু স্থানটীর সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় নাই।

এ স্থলে আমাদের অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত দুই আনা পয়সা ব্যতীত আমাদের নিকটে আর একটীও পয়সা ছিল না। "গোঁসাই-বাবাজিদের নিকটে মাধুকরী করিয়া দিনযাপন করিব, এবং সেই লীলাময় সচ্চিদানন্দ, প্রাণারামকারী প্রাণনাথ পরমেশ্বরের প্রমোদ-কানন ভ্রমণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব, বনবাসিগণের ইহার অতিরিক্ত আর কোন আশাই নাই।" এতদর্থে আমরাও অর্থশূন্য।

মথুরার হইতে প্রাতঃকালে রওনা হইয়া তাল-বনের মধ্য দিয়া বেলা ১০টার সময় যাত্রিদল কুমুদবনে পৌঁছিল। সাধু, সন্ন্যাসী, ভিখারী ভিন্ন সকলের তাম্বু পড়িল, আমরাও মহাপ্রভুর বৈঠকের সন্নিকটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় কুণ্ডের ধারে আপনাদের আসন পাতিলাম। যাত্রিদলের সহিত আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তাহাদের কাছে মাধুকরী করাও আমার নিতান্ত নূতন। কারণ যে কয়দিন মধুবনে ছিলাম, গ্রাম হইতেই মাধুকরী মিলিয়াছিল। অতএব যাত্রিগণ মাধুকরী দিবে কি না এই চিন্তা করিয়া অথবা আলস্য বশতঃই হউক আমরা বহুক্ষণ বৃক্ষতলে বসিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে প্রায় সমুদয় যাত্রীর আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় গোসাইজী মহারাজ তাঁহার একজন শিষ্যকে আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। লোকটী আসিয়া কহিল "মায়ি! তোম দোনো বাই কোন কামসে সারাদিন বৈঠে রও, কুছ খানে পিনে নাই করেগা? তোমরা হামার সাথ আও, মহারাজ বোলায়ে হাঁইয়ে।"

আমরা তাহার সঙ্গে গেলে পর, মহারাজ আমাদের আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও মাধুকরীর কথা বলিলাম। আমাদের ভাষা মহারাজ সকল বুঝিলেন না, আমরা হিন্দি ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারি, কিন্তু কহিতে আদৌ পারি না। যাহা হউক, কোনরূপে ফলতঃ সকলেই সকলের কথা এক প্রকার বুঝিলাম। পরে মহারাজ ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হামারে তো বহুত সাধু, সন্ন্যাসী, ভুখি আদমি হেয়, আউর থোড়া দিয়ে তো সবকু খানেকা বন্দি বো লাগা। যেই করবোজ তুমি আদমি তো চুন "অর্থাৎ ময়দা," টুক "অর্থাৎ রুটীর টুকরা," সাগ্ সাগ্ কু সেটজী দেবে। যেই দুই বাঙ্গালিনী মাঈজী "অর্থাৎ সাধ্বী" নাহি মাঙ্গে তো তুমি ঘর যাও। তোম যেই দোনো বাইকো সাথ্মে লেও, শেঠজীকো দোকান বাতাইয়ে দেও, কিছু নিছু টুক মিলেগা।" মহারাজের কথানুসারে লোকটী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বড় বড় শেঠদের তাম্বু দেখাইয়া দিল এবং আমরা সারাদিন অভুক্ত ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম। তাহাতে কেহ ময়দা, কেহ ডাল, কেহ শাক, কেহ লবণ লঙ্কা প্রভৃতি আহারের দ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি যোগাড় করিয়া দিল। আমরা আমাদের বৃক্ষতলে আসিয়া ডাল রাঁধিয়া রুটী পোড়াইয়া ভোজন ক্রিয়া সমাপন করিলাম। পরদিন হইতে পুরি, কচুরি, লাড্ডু প্রভৃতি উপাদেয় মাধুকরী মিলিতে লাগিল। আমরাও লোকের হাত সম্পূর্ণ এড়াই নাই, আরো উত্তম উত্তম খাদ্য পাইয়া পরমানন্দিত হইতে লাগিলাম।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠিকা ভগ্নী হয় ত বিরক্ত হইবেন। কারণ ইহার মধ্যে কোন নূতনত্ব বা মধুরতা নাই।

জগতে লিখিয়াছি যে, ইহার মধ্যে অন্য কোন সত্য থাকুক বা না থাকুক, ইহা পাঠ করিয়া সকলেই বোধ হয় সেই কৃপাময়ের অপার কৃপার কতকটা নিদর্শন পাইতে পারিবেন। এ দেশে বড় বড় ধনী ব্যক্তিদিগকে যে শেঠ বলে বোধ হয় অনেকেই তাহা অবগত আছেন। সেই শেঠদিগের গুরুদেব গোসাঁইজী মহারাজ নিজ শিষ্যগণের নিকটে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পরম ভক্তির সহিত পূজিত। কত শত সাধু মহাত্মাগণের মধ্যে যে সেই মহাত্মা আমাদের তুল্য নরকীটের প্রতি সকরুণ কৃপা দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আমাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগকে যে চির অপরিচিত ভিন্নভাষী বিদেশীয় লোকদের প্রাণ কাঁদিল, এ দয়া, এ মমতা কে তাঁহাদের প্রাণে ঢালিয়া দিল? এবং কোন্ মঙ্গলময় দেবতার কৃপায় আজ সহস্রাধিক পর-দেশীয়দিগের নিকটে কেবলমাত্র দুইটী বৎসরেই চিরপরিচিত আত্মীয় স্বজনের ন্যায় সযত্নে এবং নির্ভয়ে রক্ষিত হইল? আমরা অবিশ্বাসী অন্ধ, তাই সেই দয়াময়ের অপার দয়ার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও তাঁহার কৃপা বুঝিতে পারি না, দয়া দেখিতে পাই না। এরূপ ভগবদ্ভক্ত বিশ্ব-প্রেমিক মানবগণ তাঁহার করুণা দেখিতে পান বলিয়াই তাঁহারা জগতের সমুদয় প্রদেশকে স্বদেশ, সমুদয় মানবকে আত্মীয় এবং সমুদয় প্রাণীকে নিজের প্রাণতুল্য দেখিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)।

ভক্ত বিল্বমঙ্গল।

উপক্রমণিকা।

বড় বড় ভক্ত এবং ঈশ্বর-প্রেমিকের চরিত্রের উচ্চ উচ্চ ভাব, উন্নত ধর্ম্মজীবন এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা আবহমান কাল হইতে পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক উপকার সাধন করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সচরাচর পৃথিবীতে দেখা যায় যে, যে সকল মহাপুরুষ আজন্মশুদ্ধ এবং বাল্যকাল হইতে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া জগতে আদর্শ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন অনেক সময়ে পাপীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া থাকে বটে কিন্তু তেমন আন্দোলিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। কারণ সংসারাসক্ত ব্যক্তি দেখে যে, তাহার পাপপূর্ণ জীবন এবং ভক্তের নির্ম্মল জীবনের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই পার্থক্য দর্শন করিয়া তাহার আর অনুকরণ করিতে সাহস হয় না। সে মনে করে, আমি ত ঘোর পাপী, আমি কি আর ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ চৈতন্য অথবা বৈরাগিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ও ঈশার অনুকরণ

করিতে পারি[illegible]

সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া উন্নতির পথকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু এ অবস্থায় সে বিল্বমঙ্গলের ন্যায় মহাপাপীর পরিবর্ত্তনের সমাচার যদি পায়, তবে অবশ্য বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে; কারণ, বিল্বমঙ্গলের জীবনচরিত পাপী তাপীর আশার সামগ্রী এবং শিক্ষার বিষয়।

পিতৃশ্রাদ্ধ।

বিল্বমঙ্গল ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে কি হইবে, তাঁহার চরিত্র চণ্ডালের অপেক্ষা অধম ছিল। যৌবনকালে নীতি এবং ধর্ম্মের বন্ধনে না থাকিলে যে যে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, বিল্বমঙ্গলকে সে সমুদায় গ্রাস করিয়াছিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি-নাম্নী একটী বারবনিতার অপবিত্র প্রণয়ে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আসক্ত হইয়াছিলেন। এই অপবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তিনি একেবারে অপদার্থ এবং মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রিয়-সেবায় এবং সেই কুলটা স্ত্রীর চিত্ত-পরিতোষণে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত। সেই কলঙ্কচরিত্রা রমণীকে ছাড়িয়া তিনি অধিকক্ষণ অন্যত্র থাকিতে পারিতেন না। সেই জন্য আত্মগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি তাহার আলয়ে রাত্রি দিন অতিবাহিত করিতেন। এমন কি, এই মোহাকৃষ্টা অবশেষে তাঁহাকে পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত করিল।

বিল্বমঙ্গলের পূর্ণযৌবনাবস্থায় তাঁহার বেশ্যা-সহবাসে তাঁহার পিতৃভক্তি এতদূর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিবস শ্রাদ্ধকথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং কুলটা চিন্তামণির গৃহে অসার আমোদ প্রমোদে মগ্ন রহিলেন। সে দিন ঘরে ফিরিবার সময়ে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে বলিয়া আসিলেন "আমি আবার কাল আসিব।"

আজ বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ দিবস! আত্মীয় কুটুম্বদিগের আগমনে গৃহ পরিপূর্ণ। শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিত প্রভৃতি যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হইল। বিল্বমঙ্গল যথাবিধি স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রাদ্ধস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। কুল-পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, বিল্বমঙ্গল যথারীতি তাহার পুনরুচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ শ্রাদ্ধক্রিয়া হইতেছে, এমন সময়ে সহসা বিল্বমঙ্গল চমকিয়া উঠিলেন। চিন্তামণির নিকটে পূর্ব্বদিবসের প্রতিশ্রুতি হঠাৎ তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। এবার পাপ-রিপু তাঁহাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। বসিয়াছিলেন, সহসা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পিতৃপিণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বিল্বমঙ্গল পুরোহিতকে বলিলেন "আপনারা

আর ফিরা সম্ভ… …উন্মুক্ত, এখানে থাকিতে পারিব না, আ… …কাহার সাধ্য তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে? কাহার সাধ্য সেই বিকৃত আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিবে? বিল্বমঙ্গল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং বেগে চিন্তামণির উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। হায় রে বিল্বমঙ্গল! কামান্ধ হইয়া তুমি কি করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখিলে না? অপবিত্র বেশ্যা-প্রণয়ের বিনিময়ে স্বর্গীয় পিতৃভক্তিকে জলাঞ্জলি দিলে! নিশ্চয় তোমার পাপের ভার গুরুতর হইয়াছে, নিশ্চয় তুমি নিতান্ত কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)।

মণির নিকট যাইতেছি।" আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব এবং সমাগত ভদ্রলোকেরা বিল্বমঙ্গলকে নিরস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কে কাহার প্রবোধ মানিবে? যে ঐশ্বরিক বিধিকে পদদলিত করিয়াছে, হৃদয় হইতে পিতৃভক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, নীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, সে আর কাহার কথা শুনিবে? যে পিতা আজন্ম লালন পালন করিয়া আসিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে যাহার পাষাণ চক্ষু ভেদ করিয়া এক ফোঁটাও অশ্রু বাহির হইল না; পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে

আম্রফল।

বোম্বাই।

"বোম্বাই বোম্‌বাই" এ আবার কি বাই,
শুন মম পরিচয় বলি তব ঠাঁই।
"ব্যোম" আকাশের নাম আকাশ ব্রহ্মের নাম
"আকাশো (১) বৈ নামঃ" কারও অবিদিত নাই।
আমার সুস্বাদ রসে মানব তৃপ্তি লভে
কৃতজ্ঞতা হয় আসি "ব্যোমে (২) বলে বাই। (৩)
তাই ভালবেসে লোকে বলে "ব্যোমবাই।"

(১) উপনিষৎ বাক্য। (২) ঈশ্বরে। (৩) বাই—আসক্তি ও ভক্তি।

মালদ। (৪)

সুবর্ণ জিনিয়ে বর্ণ "মালদ" মোর নাম।
মালে ভরা মাল গাছে নাহিক বিরাম॥
ফিঁকে লোকে ফিঁকে বলে ফিঁকের কি করে?
মাল বলে পটু আমি খাও চরাচরে॥

(৪) পশ্চিমাঞ্চলে "মালদ" নামে এক প্রকার আম আছে। তাহার বহিঃস্থ বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। ওজনে অর্দ্ধপোয়া হইতে দেড়পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আঁটি ছোট; খোসা খুবই ভাল, আঁশ নাই; শাঁসে পূর্ণ, কিন্তু প্রায়ই পাকলে হয়। না টক না মিষ্ট।

আমি
পাহাড়
করে হায়
পোড়া ম্যাংকা
রূপা পায় তারা।
কৃতার্থ হয় সেই সুজনে
মুছে যোয়ে যায়॥ ৩
আমার মনে হয় সরসে
কমল বিকাশক।

* তারিখ

শ্রাবণে গল্প।

যদিও প্রিটোরিয়া এখন ইংরাজ অধিকৃত, তথাপি প্রকৃত কথা বলিতে হইবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও গোলযোগ চলিতেছে। যুদ্ধ না হউক, উপযুদ্ধ চলিতেছে—শান্তির আশা সুদূরে। যুদ্ধের সঙ্গীন কণ্টকাকীর্ণ—বুয়র তোপে উত্তপ্ত নভোমণ্ডল ধূমমেঘাচ্ছন্ন। মেফকিংয়ের যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় হত সৈন্য রণ-ক্ষেত্রে শায়িত; যেন আশ্বিনের বা কার্ত্তিকের ঝড়ে কদলী বৃক্ষ শায়িত। সৈনিক জন আদেশমত নেতার সম্মুখীন। তাহার উপর এক কঠোর কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। আদেশ এই যে, তুমি বেহারা সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া আহত সৈনিকদিগকে শিবিকাযোগে হাঁসপাতালে পাঠাও, আর হত ব্যক্তিদিগের নম্বর টুকিয়া আন। ইংরাজ জাতির একটি মহৎ গুণ—ইহারা কর্ত্তব্য-পরায়ণ। আদিষ্ট কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ইংরাজ সৈনিক তৎক্ষণাৎ চলিল। বেহারাও চলিল। যে বেহারা ভারতে এত ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট জীব, আজ সেই ট্রান্সভালে বাবের মত সেই বেহারার কত আদর! আমরা ভারতবাসী স্বভাবতঃ দয়াপ্রবণ। ইংরাজের অন্তরে সে দয়া অপেক্ষাকৃত কম। ইহারা স্বদেশানুরাগিতায় ও স্বদেশহিতৈষিতার গলা দিতে ও লইতে কিছুমাত্র

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কোঁদল।

সরস্বতী।—তোমার আমার দিদি বৈঁকা হ'ল ভার,
'পেটে মার' পূজা করে যে জন আমার !!
বড় হয়ে নাহি সহ ছোটর সম্মান,
বোন্ প্রতি বোন্ হয়ে নাহি ভক্তি টান।
একচোখো তুমি, নাহি দয়ালেশ চিতে,
প্রাণে প্রাণে বাঁচি যাই না দেও খাইতে।
অহোপরি অন্ন দাও তোমার স্বগণে,
আমার সেবকগণে যায় অনশনে।
লক্ষ্মী।—ছোট মুখে বড় কথা সহিতে না পারি,
সহিত না মুখে কথা, বলি কি লো সরি ;
মানুষ করিনু তোরে কোলে পিঠে কোরে,
আজ কিনা এলি তুই শাসাইতে মোরে।
কাণা, খোঁড়া, দীনে, কাছে এনেছিস্ যারে,
অন্ন পরমায় দান দিছি বরবারে।
ভক্ত তোর এক মত তোষিত সেবায়,
বিনয় বুদ্ধির মাথা একেবারে খায়।
কাণা, খোঁড়া, বোকা পুঁথি ধরে বসে পড়ি—
তাহারাই কাণা-প্রায়, হাতে নাই কড়ি।
বিদ্যা পায় দেখ, কটা ভকতে আমার ?
দুর্নাম তাঁদের 'মূর্খ', সব খাইবার !!
সরস্বতী।—করেছ অনেক, বাকি আছে কি অভাগী ?
বিদ্বানে ধনীর পায় পড়ে অর্থ লাগি ;
বিদ্যার কি করে দিদি ধন যদি থাকে,
যত পাপ, মহাপাপ, সব ধনে ঢাকে।
লক্ষ্মী।—আসিতেছে মুখে যাহা বল বিপরীত,
বিনয় হারায়ে যাবে স্বাভাবিক রীত।
ধনে কিবা করে ওলো যদি বিদ্যা থাকে,
বিদ্বানের পায় দৈবে ধনবান্ সাধে।*
তার সাক্ষ্য কত তেলি মালীর তনয়,
অখিল ভারতে হেরি রাজ-পূজা হয়।
অন্নপূর্ণা।—দুই বোনে কি কারণে এত গণ্ডগোল,
কোমর বাঁধিয়া কেন এমন কোঁদল ?
বড়র উচিত-স্নেহ ছোটরে করিতে,
ছোটর উচিত হয়, বড়রে মানিতে ?
এত বলি সেনা কাণী মেয়ে দুটী পরে,
ধমকে চপেটে, বাদ দিলেন মিটায়ে।

শ্রীন।

* সাধে—সাধায়।

হাঙ্গর।

হাঙ্গর তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট মৎস্য বিশেষ। অনেকে না জানিয়া ইহাকে মকর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। মকর একটী পৃথক্ সামুদ্রিক জন্তু। ইহার চারিটী ক্ষুদ্র পদ আছে, অঙ্গুলি চর্ম্মে লিপ্ত এবং মস্তক গোল। গাত্রের লোম ঘন ও

চিহ্ন। মকরী এককালে দুইটী মাত্র সন্তান প্রসব করে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে মকর শুণ্ডবিশিষ্ট মৎস্য বিশেষ; মকর রাশির ছবিও এই প্রকারে চিত্রিত আছে। কিন্তু হাঙ্গর একটী প্রকৃত মৎস্য। ইহার তীক্ষ্ণ দন্ত ক্ষুরধারের ন্যায় —স্পর্শ মাত্র কর্ত্তন করিতে সমর্থ। ইহাদিগের দন্তে বিষ থাকুক বা নাই থাকুক, ইহা স্পর্শ মাত্র অবচ্ছেদ করিলে ক্ষতস্থান দিয়া এত রক্ত বাহির হয় যে, আক্রান্ত ব্যক্তি জল হইতে উঠিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এই সময়ে (বর্ষাকালে) আমাদিগের কলিকাতার গঙ্গায় প্রায়ই হাঙ্গরের উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কুমারটুলি কাশীমিত্র ও নিমতলার শ্মশান ঘাটে শব গঙ্গাসাৎ করা হইত, সুতরাং হাঙ্গরের উপদ্রব অধিক ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। তথাপি সময়ে সময়ে হাঙ্গরে কাটিয়া মৃত্যু হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। কখন কখন দুই একটা হাঙ্গর ধৃত হইয়াও থাকে। জীবিত হাঙ্গরের দ্বারা এই প্রকার অনিষ্ট হইলেও মৃত হাঙ্গর আমাদের অনেক ব্যবহারে আইসে। ইহার যকৃৎ হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কড মৎস্যের যকৃৎ তৈলের (cod-liver oil) অনুরূপ। ইহা দৌর্ব্বল্য ও অনেক উৎকট পীড়ার মহৌষধ। ইহার চর্ম্ম শুষ্ক হইলে অত্যন্ত চাকচিক্যশালী হয় এবং মুক্তাফলের ন্যায় দৃঢ় হয়। ইহা পরিষ্কার করিলে প্রবালের ন্যায় সুন্দর দেখায়; সেই জন্য ব্যবসায়ীরা ইহা হইতে অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। দপ্তরীরা পরিষ্কৃত শুষ্ক চর্ম্ম পুস্তকাদি বাঁধাই কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সূত্রধরও কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যসমূহ সকল পালিসের জন্য ইহা ব্যবহার করে। চিনেরা ইহার ডানা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া আহার করে। তাহারা ইহার একপ্রকার আচার প্রস্তুত করে, এবং বড় বড় ভোজে হাঙ্গর-চূর্ণ ভোজ্যরূপে ব্যবহার করে। ইউরোপে ইহা হইতে জিলাটীন প্রস্তুত করে। কেবল কলীকগণ ইহা দিয়া সুরা ও অন্যান্য মদিরা পরিষ্কার করিয়া থাকে। কোন কোন দেশে বিশেষতঃ ইষ্টীন দ্বীপবাসীরা ইহার দন্তে এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা যুদ্ধে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মাংসে অত্যন্ত তৈলগন্ধ, কিন্তু অনেক দেশে ইহা ভোজন করিয়া থাকে। ইহার অস্থিতে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। আইসলণ্ডবাসীরা ইহার তৈল প্রস্তুত করিয়া বাণিজ্য দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হয়। এতদর্থে বহুসংখ্যক হাঙ্গর তাহাদের উপকূলে ধৃত হইয়া থাকে।*

* Scientific American পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত।